মাস্ক ব্যবহার করুন

''টিকা গ্রহণ করুন''

''নিজে নিরাপদ থাকুন''

''অন্যকে নিরাপদ রাখুন''

পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের
সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি
৩ নং খাদেরগাঁও, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।

বাস্তবায়নে

পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

সার্বিক সহায়তায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০

সম্পাদনা

এ ডব্লিউ এম ওয়াহিদুজ্জামান

পরিচালক প্রোগ্রাম

কবির আহমেদ

উপ-পরিচালক ও ফোকাল পার্সন,

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

মোহাম্মদ আহসানুল হক

সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

নির্বাহী পরিচালক

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০২১

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
নির্বাহী পরিচালক-এর বাণী	০২
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-এর বাণী	০৩
সংস্থার পরিচিতি	০৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্ম এলাকা	১০
সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১০
সমৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ	১১
এক নজরে ২০২০ সালের অর্জন	১২
কার্যক্রমসমূহের আওতাধীন কর্মকান্ডসমূহ ও বাস্তবায়ন কৌশল	১৫
মুজিব বর্ষ	৪০
করোনা মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৫১
বাজেট	৫২
আর্থিক প্রতিবেদন	৬১
সমৃদ্ধি টিম	৬৪
ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য	৬৬
ছবি গ্যালারি	৬৭

বাণী- নির্বাহী পরিচালক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিলো একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গ্রাম বাংলার দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়ায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সারা বিশ্বের উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো যেখানে ভেঙ্গে পড়েছে সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কৃষি স্বনির্ভরতার মাধ্যমে। দূর্যোগ , মহামারি এইগুলো বাংলাদেশের মানুষের কাছে নতুন কিছু নয়। এদেশের মানুষ জানে প্রতিকুলতা-প্রতিবন্ধকতা কিভাবে মোকাবেলা করতে হয়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংস্থা এ পর্যন্ত কর্ম এলাকায় দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্য অর্জনে কাংখিত অগ্রগতি সাধন করে আসছে। আমাদের কাজের মূল ক্ষেত্র হচ্ছে গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকায় আর্থিক সহায়তা দেয়া যাতে তারা দরিদ্র্যতা ও পশ্চাৎপদতাকে পরাজিত করে দেশের উন্নয়নের মূলস্রোতের সাথে সামিল হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

সংস্থার মূল কর্মকান্ড ক্ষুদ্র ঋণকে ঘিরে পরিচালিত হলেও সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা,গৃহায়ণ ঋণ কর্মসূচি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন , সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া জনসচেনতামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন- নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালনসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্থা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করছে। সংস্থা শিশু ও নারী পাচার রোধে ৩০টি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সংস্থা শুরু থেকে পিকেএসএফ এর সহযাত্রী হিসেবে বহুমাত্রিক দরিদ্র্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষি,মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ, নিরাপদ সবজী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি, উজ্জীবিত কর্মসূচি, স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি।

দরিদ্র পরিবার সমূহের দরিদ্র্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচিটি ২০১৪ সাল থেকে সংস্থার কর্ম এলাকা খাদেরগাঁও ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। এটি একটি মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত কর্মসূচি। একজন মানুষের মায়ের গর্ভের ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে মৃত্যুর পর মৃত সৎকার পর্যন্ত এই কর্মসূচিটি বিস্তৃত। স্থানীয় সরকারের যতগুলো কর্মকান্ড আছে তার প্রায় অধিকাংশ কাজগুলো এই কর্মসূচির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। ফলশ্রুতিতে জনগণ এবং স্থানীয় সরকারের সেতু বন্ধনেও এই কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কর্মসূচির ফলে এলাকার জনগন ব্যাপক উপকৃত হয়েছে এবং উপজেলায় সংস্থার সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনার কারনে কার্যক্রমটি স্বল্প পরিসরে পরিচালিত হলেও চলতি বছরে এটি পূর্ন উদ্যেঘে শুরু হবে । সমৃদ্ধি পরিবারের পক্ষ থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ প্রকাশনার উদ্যোগে স্বাগত জানাচ্ছি। পাশাপাশি সমৃদ্ধি টিমের সফলতা কামনা করছি।

সকলের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় সফলতার এক নতুন স্তরে উন্নীত হতে পারব আশা করছি।

লোকমান হাকিম
নির্বাহী পরিচালক

বাণী-চেয়ারম্যান

৩ নং খাদেরগাঁও ইউনিয়ন, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।

চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার ৩ নং খাদেরগাঁও ইউনিয়ন ধনাগোদা নদীর তীরে অবস্থিত। এই ইউনিয়নে প্রায় ২৮৯৯০ জন জনসংখ্যা বসবাস করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে ভিশন -২০২১ ও উন্নয়নশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে এসডিজি বাস্তবায়নে এবং ২০৪১ সনে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে ঘোষণা দিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে জবাবদিহিতামূলক ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে অত্র ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ২০১৪ সাল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে, যেখানে এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম এর মধ্যে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্যক্যাম্প, বিশেষ চক্ষুক্যাম্প, ঔষধ বিতরন, শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম সহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া রোধে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বদ্ধপরিকর।

সর্বোপরি প্রবীণদের পরিপোষকভাতা, বিশেষ সহায়তাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে লেখাপড়ায় উৎসাহী করে গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি বাৎসরিক খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব ছেলেমেয়েদের উৎসাহ, বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্ত না হয়ে পড়ে যাতে সংস্কৃতিমনা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই কার্যক্রম ভবিষ্যতে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ন ভ'মিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির সার্বিক উন্নয়ন কামনা করছি।

সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন(রিপন)
চেয়ারম্যান
৩নং খাদেরগাঁও ইউনিয়ন
মতলব দঃ,চাঁদপুর।

সংস্থার পরিচিতি

১৯৯৪ সালে ব্যাপক অংশ গ্রহণমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতা ও পরিবেশগতভাবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে উঠে । যা সর্ব অবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির সৃজনশক্তি বিকাশের মাধ্যমে আর্থ - সামাজিক ক্ষমতায়নে কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা নিশ্চিত করছে ।

ভিশনঃ

পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বাংলাদেশে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী যা অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল ও সমতাভিত্তিক, সামাজিকভাবে ন্যায়সংগত এবং পরিবেশগতভাবে সুস্থ ও টেকসই ।

লক্ষ্যঃ

সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁদেরকে আত্মনির্ভরশীল করা, পরিবেশগতভাবে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তাঁদের সৃজনশক্তি বিকাশে সহায়তা প্রদান করা ।

উদ্দেশ্যঃ

- ✓ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষকে নিয়ে সংগঠন তৈরী করে তাঁদের প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা ।
- ✓ সংগঠনের সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে তাঁদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় উৎসাহী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা ।
- ✓ আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান ।
- ✓ সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাঁদের সৃজন শক্তি বিকাশকল্পে উদ্বুদ্ধকরণ ।

এক নজরে সংস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস (১৯৯৩-২০২০ সাল)

সাল	ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সংস্থার পক্ষে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/পদক্ষেপ
১৯৯৩	• ০৬/০১২/১৯৯৩ ইং তারিখে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার নামে সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে রেজিষ্ট্রেশন নেয়া হয়।
১৯৯৪	• ০১/০১/১৯৯৪ইং তারিখ থেকে প্রথম ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। • ৫০টি সাপ্তাহিক কিস্তিতে এ ঋণ কার্যক্রম আরম্ভ হয়।
১৯৯৫	• জনতা ব্যাংক হতে ২৫% গ্যারান্টি ফান্ড জমা দিয়ে মার্চ মাসে প্রথম ২৫ (পচিঁশ) লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়।
১৯৯৬	• গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ তহবিল -এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রথম ঋণ পাওয়া যায় এ বছরের জানুয়ারী মাসে। • এই বছর **আশা** সংস্থা হতে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে জানুয়ারী মাসে। • ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে পরিবর্তন এনে সেন্টারগুলোকে শাখা ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে দায়িত্বে দেয়া হয়।
১৯৯৭	• এ বছর ১লা এপ্রিল তারিখে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সাথে পার্টনার হিসাবে অর্ন্তভূক্তি হয় এবং প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে বরুড়া শাখাকে ১(এক) লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। • জানুয়ারী মাস থেকে কর্মী জামানত তহবিলের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। এছাড়া এই বছর এপ্রিল মাস থেকে এলএলপি ও ডিএমএফ প্রভিশন হিসাব গণনা আরম্ভ করা হয়।
১৯৯৮	• এ বছর চৌদ্দগ্রাম ও বরুড়া শাখা পুরোপুরি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) -এর আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আসে।
১৯৯৯	• এই বছর পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার মাঠ পর্যায়ে জনবল নিয়োগের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা পদ্ধতি জুন মাস থেকে চালু করে।
২০০০	• এ বছর পল্লী কর্ম -সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) -এর অর্থায়নে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার -এর ঋণ কার্যক্রম ৮(আট) টি শাখায় সম্প্রসারিত হয়। • ডিএনএফপিই-এর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ হয় এ সাল থেকে।
২০০১	• এ বছর সংস্থা রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হতে সনদ [এস -২৭২৫(১৩৮)২০০২, তারিখ ২৬/১০/২০০১] নেয়া হয়।
২০০২	• এ বছর থেকে সদস্যদের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সংস্থা নিয়মিত ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি মৌসুমী ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। • সংস্থার উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে ম্যাক ফাউন্ডডেশন গঠিত হয়।
২০০৩	• Anti Trafficking কার্যক্রম ATSEC বাংলাদেশ চাপ্টার-এর মাধ্যমে কাজ শুরু করে এ সাল থেকে।
২০০৪	• পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার তার কর্মকান্ডকে অধিকতর মনিটরিং ও সুপারভিশন করার লক্ষ্যে এরিয়া কনসেপ্ট হিসাবে এলাকা ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব বিভাজন করে দেয়। • এ বছর থেকে সংস্থার প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) চালু করা হয় ০১/০৭/২০০৪ইং তারিখ হতে। • গ্র্যাচুইটি ফান্ড ও গঠন করা হয় এ বছর থেকে (শুরুর তারিখ ০১/০৭/২০০৪ ইং)।
২০০৫	• এ বছর ঋণ কার্যক্রমের সাথে আরও একটি প্রোডাক্ট হিসেবে অতিদরিদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। • এ ব ছর পিকেএসএফ -এর তৎকালীন এমডি জনাব ড.ফকরুদ্দিন আহম্মেদ পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের অংশ হিসেবে কাটাবিল গদার মার বস্তিতে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করেন ও অতি দরিদ্রদের জীবন মানের খোঁজ খবর নেন। • সংস্থা নিজস্ব ভবন নির্মান করার জন্য বিশ্ব রোডের পার্শ্বে অবস্থিত ৩ ০ শতক নাল জমি ২৯/৬/২০০৫ ইং তারিখে ক্রয় করে। যার খতিয়ান নং-বিএস-১৩ দাগ নং-বিএস-৩৪৮ দলিল নং ৩৬৩৬।

২০০৬	• সংস্থা ওয়াল্ড ফিস সেন্টার-এর মাধ্যমে ফিস প্রোগ্রাম কাজ শুরু করে এ সাল থেকে।
২০০৭	• সংস্থা এ বছর থেকে দূর্যোগ ঋণ কার্যক্রম শুরু করে । • এ বছর সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সনদ লাভ করে। [সনদ নং-০০৫৬১-০০৬৫৭-০০০২৮, তারিখ০৫/০৯/২০০৭ ইং]
২০০৮	• অর্গানোগ্রাম সংশোধন করে নির্বাহী পরিচালক পদ চালু করা হয় এ সাল থেকে। [কার্যভার গ্রহণের তারিখ ০১/০১/২০০৮ইং]। • বিশেষ কৃষি ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয় এ সাল থেকে।
২০০৯	• সদস্যদের হাতে নিরাপদে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ পৌঁছে দেয়ার জন্য ঢাকা ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স কার্যক্রম চালু করে এ সাল থেকে। [আরম্ভের তারিখ ৩০/১২/২০০৯ ইং]
২০১০	• এ বছর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে পরিবর্তন আনয়ন করে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। [দায়িত্ব প্রদানের তারিখ ২৭/০৪/২০১০ইং]
২০১১	• এ বছর থেকে সাপ্তাহিক কিস্তি ৫০টি-এর পরিবর্তে ৪৬ টি চালু করা হয়। ৪৬টি সাপ্তাহিক কিস্তি হিসাবে ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় ০১/০৭/২০১১ ইং তারিখ থেকে। • সংস্থা পরীক্ষামূলক অটোমেশন কার্যক্রম শুরু করে ০১/১২/২০১১ ইং তারিখ।
২০১২	• পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর অর্গানোগ্রাম-এর আর একটি সংশোধী আনা হয়। • কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল চালু করা হয় এ সাল থেকে [শুরুর তারিখ ০১/০৬/২০১২ ই]।
২০১৩	• সংস্থার সদস্যদের জন্য মেয়াদী সঞ্চয় হিসেবে ডিপিএস কার্যক্রম শুরু করা হয় এ সাল থেকে। • সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম শুরু করা হয় এ সালে । [শুরুর তারিখ ০১/০২/২০১৩ ইং] • উজ্জীবিত কার্যক্রম শুরু করা হয় এ সালে। [শুরুর তারিখ২৮/১১/২০১৩ ইং]। • ইউপি (ঝুঁকি তহবিল) সৃষ্টি কার্যক্রম শুরুর তারিখ ০১/০৭/২০১৩ ইং। • সদস্যদের দাফন কাপনের খরচ প্রদান কার্যক্রম শুরুর তারিখ ০১/০৯/২০১৩ ইং
২০১৪	• ঋণ কার্যক্রমের প্রোডাক্টগুলো পূণঃ নামকরণ এ সালে। [শুরুর তারিখ ০১/০৭/২০১৪ ইং] • ডিআইআইএসপি (স্বাস্থ্য বীমা) কার্যক্রম শুরুর তারিখ ০১/০১/২০১৪ ইং গবাদি পশুবীমা ও ফেরাভেট ফি কার্যক্রম শুরুর তারিখ ০১/০৪/২০১৪ ইং। • আইসিএস কার্যক্রম শুরুর তারিখ ১৩/০৬/২০১৪ ইং। • ক্ষুদ্র ঋণ বীমা কার্যক্রম শুরুর তারিখ ০১/০৯/২০১৪ ইং। • সমৃদ্ধি কার্যক্রম শুরু হয় ১১/০৮/২০১৪ ইং তারিখ। • কৃষি প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয় ০১/০৯/২০১৪ ইং তারিখ।
২০১৫	• সমাজ সেবা কার্যালয়ের ডিডি সংস্থা পরিদর্শন করেন এ সালে।
২০১৬	• গবাদি পশুর প্যারাভেট ফি বন্ধ করা করা হয় এ সাল থেকে। [বন্ধের তারিখ ০১/১/২০১৬ ইং]
২০১৭	• দীর্ঘ ১১ বছর পর নুতন শাখা খোলার সিদ্ধান্ত হয় এ সাল থেকে। • শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন কমিটি গঠন ১৫/০১/২০১৭ ইং তারিখ। • ঢাকা ব্যাংকের সাথে ১ম ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর২৭/০৩/২০১৭ইং তারিখ। • আইডিএল সি হতে ১ম ঋণ গ্রহণ ১৬/০৪/২০১৭ইং। • ব্লু-অরচার্ট টীম সংস্থা পরিদর্শন করে ০২/০৮/২০১৭ ইং তারিখ। • সংস্থায় প্রথম ঋণ অবলোপন করার জন্য সিদ্ধান্ত হয় এই সালে [২৩৭২ জন ১,৭১,৭৪,৮৩২/- টাকা।]
২০১৮	• নূতন ২৫ টি শাখা পিকেএসএফ এক সাথে অনুমোদন দিয়েছে ১১/০৭/২০১৮ ইং তারিখ। • বিষমুক্ত সজি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু নিমসার শাখায় ২৩/১০/২০১৮ ইং থেকে।

২০১৯	• সংস্থা এনজিও ব্যুরোর সনদ প্রাপ্ত হয়েছে ১৬/০৯/২০১৯ । এমডিপি কার্যক্রম শুরু হয়েছে
২০২০	• কোভিড-১৯ এর কারণে ঋণ কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় ২৫/০৩/২০২০ ইং তারিখ থেকে এবং পহেলা জুন ২০২০ থেকে সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরু হয়। • ১৮ জুন ২০২০ তারিখে সদর -১ শাখার ফিল্ড অফিসার মোঃ আবুল কালাম করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন সকল শাখায় নিরবতা স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপরও কর্মীরা সাহস নিয়ে কাজ করাতে সংস্থার কার্যক্রম সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন সার সংক্ষেপ ২০১৯-২০২০

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরটিতে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ২৭ (সাতাশ) বছর পূর্ণ করলো। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সংস্থা বিভিন্ন সময় পাহাড়সম বাঁধা অতিক্রম করে সবার নিরলস প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে নানাক্ষেত্রে কিছু ভাল অর্জন হয়েছে। এ অর্থ বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা ঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছর শেষে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর কর্মকান্ড ৯টি জেলার ৪২টি উপজেলায় মোট ২৩৮৯টি গ্রামে/ওয়ার্ডে কর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছ। একই সঙ্গে ৮১ টি শাখার মাধ্যম বিগত বছরের ১,৪৬,৪৪৫ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ১৫১,১৮২ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ এ বছর আরও ৯,২২২ জন গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষ আর্থিক অর্ন্তভুক্তির আওতায় এসেছেন।

- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৫১১,৩৩,৩৫,০০০ কোটি টাকা যা বিগত অর্থ বছরে ছিল ৫৩৯,৯৩,৮১,০০০ কোটি টাকা অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ কমেছে ৫.৩০%। (উল্লেখ্য যে ২৬ মার্চ ২০২০ হতে ৩১ মে,২০২০ পর্যন্ত কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি)
- বিগত অর্থ বছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ২৯০.৪৫ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০.৬৭ কোটি টাকা অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৪০%।
- বিগত অর্থ বছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমান ছিল ১৩৬.৩৭ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থ বছরে আরও ২৩.৭৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি হয়েছে ১৬০.১৩ কোটি টাকা। সঞ্চয় বৃদ্ধির হার প্রায় ১৭.৪২%।
- বিগত অর্থ বছরে মোট আদায়ের পরিমান ছিল ৪০৯,০৩,৪০,৩০৮ কোটি টাকা এছরে সঠিক সময়ে আদায়ে হার ৯৯.২৮%। এই অর্থ বছরে আদায় ৯২,২৫,৮৮,৫৯৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট আদায় ৫,০১২,৯২৮,৯০৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।
- বিগত অর্থ বছরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩.২৮ কোটি টাকা এ অর্থ বছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৭.১০ কোটি টাকা যা মোট ঋণ স্থিতির ২.১৯% (এমআরএ কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক)।
- জুন-২০২০ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ৮.৭২ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে, যদিও এর বিপরীতে বর্তমান খেলাপির পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৭.১০ কোটি টাকা যা কু-ঋণ সঞ্চিতির মাত্র ৮১.৪২%।
- এবছরে নতুন ১টি শাখা খোলা হয়েছে, ফলে বছরে চলমান (৮০+১)৮১টি শাখার মাধ্যমে সকল কার্যক্রমের পরিমাণগত ও গুণগত মানের উন্নয়ন হয়েছে।
- এ অর্থ বছর শেষে শাখা প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩.৯৫ কোটি টাকা যা গত বছরের (৩.১৪) তুলনায় ১৫.৩৫% বেশি। একইভাবে শাখা প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.৭০ কোটি টাকা যা গত বছরের (১.৩৮) তুলনায় ২৩.৩২% বেশি। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬১.৫৩ লক্ষ টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৮.৮৯ লক্ষ টাকা।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১০০.৪৯% যা বিগত বছরে ছিল ১১০.০৪% অন্যদিকে কার্যক্রমের স্বয়ম্ভরতা দাঁড়িয়েছে ১২৮.৬৬% যা বিগত বছরে ছিল ১৩৭.৪৫%।
- এ অর্থ বছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ৬৫.৬৭ কেটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৬২.০১ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ৩.৬৫ কেটি টাকা।
- ২০১৯-২০ অর্থ বছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩২০.৬৭ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত টাকা ও অন্যান্য পাওনাসহ অর্থ বছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩৭২.৫৩ কোটি টাকা।
- জুন ২০২০ শেষে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মোট দায় রয়েছে ২৮৫.৭৬ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ৩৭২.৫৩ কোটি টাকা এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৭৬.৭০% যা বিগত বছরে ছিল ৭৪.৭০% অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংস্থার দায় পরিশোধের সক্ষমতা ২.০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষা কর্মসূচী ঃ

২০০৮ সন থেকে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর কর্মএলাকায় নিরক্ষতা দূরীকরণের লক্ষ্যে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সফলতার সহিত বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থার সমিতির সংগঠিত গ্রুপ সদস্য ও সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল পরিচালনা, স্কুলে পাঠানো এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষা কর্মসূচীতে ২৫ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৯০ জন মেয়ে শিশু ও ৩৬০ জন ছেলে শিশুসহ ৭৫০ জন শিশুকে প্রাকপ্রাথমিক পাঠদানের আওতায় আনা হয়েছে।

রেমিট্যান্স কর্মসূচী ঃ

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দিতে সংস্থা রেমিট্যান্স কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। সংস্থা জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯৬,৭৯৫ জনকে এই সেবার আওতায় ২১৮,৯১,৭৫,৮৯৭ টাকা নিরাপদে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

সোলার (রিনিউএব্যল)/সৌরশক্তি কর্মসূচী ঃ

পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন তথা বর্তমান সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইডকল-এর আর্থিক সহযোগিতায় সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমের মাধ্যমে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১২২৪টি সোলার প্যানেল (সৌর বিদ্যুৎ), ১৩৯০টি স্ট্রিট লাইট এবং বিভিন্ন ওয়াটের ৪৯৫০টি সোলার হোম সিস্টেমের বিপরীতে ৮,৮৪,৩৭,৩০৪ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

মানব-সম্পদ ও প্রশিক্ষণ ঃ

কর্মসূচীর প্রয়োজনে একদিকে যেমন নতুন কর্মী নিয়োগ করা দরকার তেমনি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর রয়েছে নিজস্ব মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এ বছরে প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে ২৪৭ জনকে দক্ষ মানব সম্পদে উন্নীত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছর শেষে সংস্থায় মোট মানব সম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২২ জন।

কৃষি ও নিরাপদ সবজি চাষ কর্মসূচী ঃ

কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে এদেশের প্রায় ৮০% মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই সংস্থা এটা বিশ্বাস করে যে, দেশের উন্নতি করতে হলে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন অবশ্যই ঘটাতে হবে, সে লক্ষ্যে সংস্থা ২০১৪ সাল থেকে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম এবং একটি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে "নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এই কর্মসূচীর আওতায় ২৫৯ টি কৃষি ইউনিটের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী ঃ

দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষে সংস্থা সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ক্রমে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে তারা আর্থ- সামাজিকভাবে এগিয়ে চলতে পারেন এবং প্রত্যেকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। এই কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী ঃ

সংস্থা সমিতির সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম, যেমন-বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য নলকূপ বসানো, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বসানো, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, ওআরএস তৈরী ও শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী এবং উচ্চ হারে ইপিআই ভেকসিনেশন প্রদানসহ বিভিন্ন রকম কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে।

অন্তর্ভূক্তিমূলক বীমাখাত উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআইআইএসপি)-এর স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম ঃ

সংস্থা ২০১৪ সাল থেকে কুমিল্লা জেলার অর্ন্তভূক্ত কুমিল্লা-৩, বাগমারা, বরুড়া, মিয়ারবাজার ও চান্দিনা শাখায় অন্তর্ভূক্তিমূলক বীমাখাত উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআইআইএসপি)এর আওতায় স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কার্যক্রমের আওতায় জুন'২০২০ পর্যন্ত ১৩,৯৮৮ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা ও মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

- বার্ষিক সাধারণ সভা কর্তৃক নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা সংস্থার নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রতি বছর (সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে) সম্পন্ন হয়
- পিকেএসএফ তাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক সারা বছর ধরে নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা ও মনিটরিং কার্যক্রম করে থাকে এবং তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক দ্বারাও সংস্থার নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

এছাড়া পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী দ্বারা সংস্থার প্রত্যেকটি শাখায় এক অর্থ বছরে কমপক্ষে ২(দুই) টি সাধারণ অডিট সম্পাদন করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

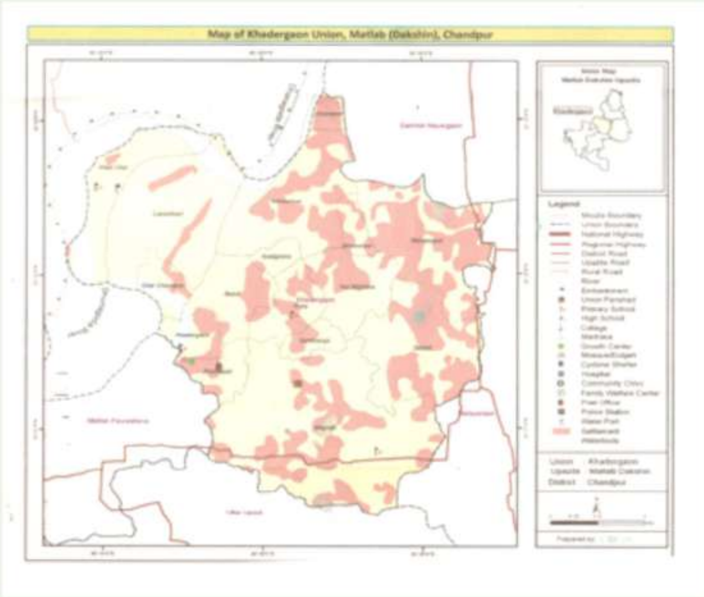

ভূমিকাঃ

নদী মাতৃক বাংলাদেশের তিন নদী (পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়া)র মিলনস্থল চাঁদপুর জেলা। মেঘনা-ধনাগোদা বিধৌত মতলব দক্ষিণ উপজেলা। ধনাগোদাা নদীর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে আবস্থিত উপজেলার সবচেয়ে এই ছোট (১৩.৯৮ বঃকিঃ বিশিষ্ট) খাদেরগাঁও ইউনিয়ন । জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫কি.মি. উত্তর- পূর্ব দিকে এবং উপজেলা থেকে মাত্র ১০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে অনেক আগে এ এলাকায় বড় একটি খাদ ছিল। নদী বেষ্টিত এ খাদে জোয়ারের সময় পানির ঘূর্ণায়ন হতো। বিশাল এক খাদ ছিল বলেই এ এলাকার নামকরণ হয় খাদেরগাঁও। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নাগদা যুদ্ধক্ষেত্র এবং দুইশত বছরের পুরানো লঞ্চঘাট মাছুয়াখাল লঞ্চঘাট খাদেরগাঁও ইউনিয়নে অবস্থিত। এ ইউনিয়নে বর্তমানে ১৯ টি গ্রাম, ১০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি ফাজিল মাদ্রাসা, ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ২টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ইউনিয়নের শিক্ষার হার ৫৬.৭% । প্রধান পেশা কৃষি কাজ হলেও এর বাহিরে জেলে , প্রবাসী ও দিনমজুর রয়েছে। ৪৩৮৪ টি খানায় জনসংখ্যা ২৮৯৯০ জন ।

তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র পরিবারগুলোর সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি(সমৃদ্ধি)" কর্মসূচির সূচনা। এ কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে একটি পরিবারকে তাদের বর্তমান সম্পদও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার ও তা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যকে অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চাঁদপুর জেলার মতলব (দক্ষণি) উপজেলার খাদেরগাঁও ইউনিয়নে এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে ।

কর্মসূচির লক্ষ্যঃ
দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ
অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা প্রথমে তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন এবং ক্রমে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে টেকসই ভিত্তিতে আর্থ- সামাজিকভাবে এগিয়ে চলতে পারেন এবং প্রত্যেকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন ।

কর্মসূচির কার্যক্রম সমূহঃ

যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম
- শিক্ষা কার্যক্রম
- উপযুক্ত ঋণ কার্যক্রম ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম
- উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম
- বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম
- শতভাগ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া (পরিবার ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে)
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা কার্যক্রম
- সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি (বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ)
- ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচোসার উৎপাদন (রাসায়নিক সারের বিকল্প)
- সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন
- উন্নয়নে যুব সমাজ (নারী/পুরুষ) কমিটি গঠন ও মিটিং
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- সৌরবিদ্যুৎ
- বন্ধুচুলা
- ঔষধী গাছ 'বাসক' চাষাবাদ
- আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

এক নজরে
২০২০ সালের অর্জন
জানুয়ারি - ডিসেম্বর

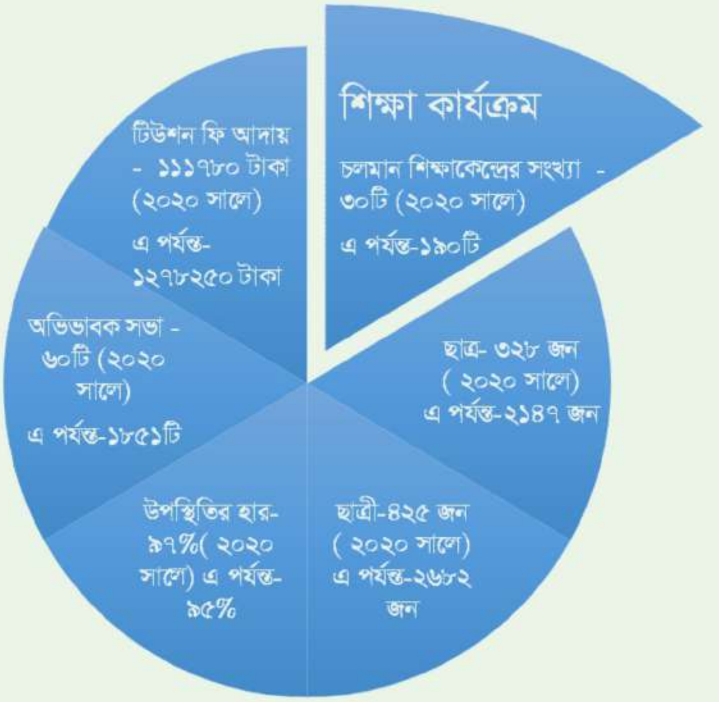
শিক্ষা কার্যক্রম
চলমান শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা - ৩০টি (২০২০ সালে)
এ পর্যন্ত-১৯০টি
টিউশন ফি আদায় - ১১১৭৮০ টাকা (২০২০ সালে)
এ পর্যন্ত- ১২৭৮২৫০ টাকা
অভিভাবক সভা - ৬০টি (২০২০ সালে)
এ পর্যন্ত-১৮৫১টি
ছাত্র- ৩২৮ জন (২০২০ সালে) এ পর্যন্ত-২১৪৭ জন
উপস্থিতির হার- ৯৭%(২০২০ সালে) এ পর্যন্ত- ৯৫%
ছাত্রী-৪২৫ জন (২০২০ সালে) এ পর্যন্ত-২৬৮২ জন

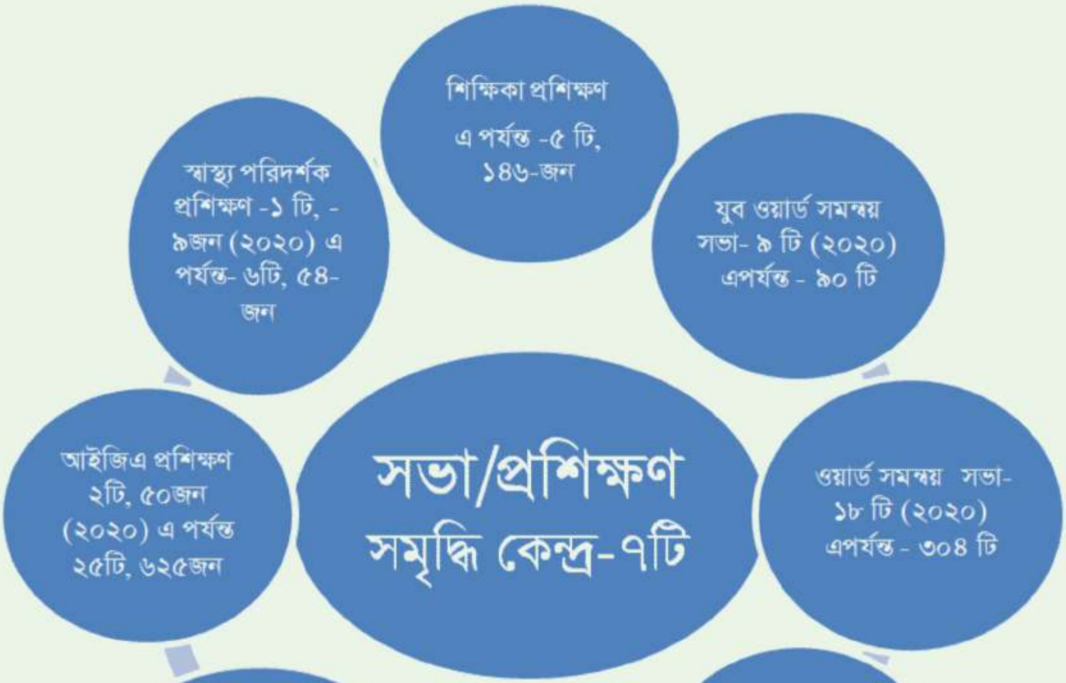
সভা/প্রশিক্ষণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র-৭টি
শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ এ পর্যন্ত -৫ টি, ১৪৬-জন
যুব ওয়ার্ড সমন্বয় সভা- ৯ টি (২০২০) এপর্যন্ত - ৯০ টি
ওয়ার্ড সমন্বয় সভা- ১৮ টি (২০২০) এপর্যন্ত - ৩০৪ টি
যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা- এপর্যন্ত - ৩ টি
ইউনিয়ন সমন্বয় সভা এপর্যন্ত -৭টি
যুব প্রশিক্ষণ এ পর্যন্ত ১৬টি, ৪৮০জন
আইজিএ প্রশিক্ষণ ২টি, ৫০জন (২০২০) এ পর্যন্ত ২৫টি, ৬২৫জন
স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রশিক্ষণ -১ টি, -৯জন (২০২০) এ পর্যন্ত- ৬টি, ৫৪-জন

ঋণ কার্যক্রম সকল
বিতরণ- ৯৭২জন
(২০২০)
৪৩৩৬৬০০০ টাকা
(২০২০) এপর্যন্ত
৪৩৪৮জন
১৫০২৩৭০০০ /-
ঋণ স্থিতি- ১০৯১জন,
২৭১০১১৮০/-

আইজিএ ঋণ
বিতরণ- ৮১১জন
(২০২০)
৪০৭৩১০০০টাকা
(২০২০)
এ পর্যন্ত ৩১৬৩জন
১৩১২৭৭০০০ টাকা
ঋণ স্থিতি- ৯৫৯জন,
২৪৯৫৮১৮০/-

এসিএল
বিতরণ ৮৬ জন
(২০২০)
১৮৮৫০০০টাকা
(২০২০)
এপর্যন্ত-৭১৮ জন,
১৪৩০০০০০
টাকা ঋণ স্থিতি-
৭৫ জন, ১৫৭৩০০০/-

এলআইএল
বিতরণ-৭৫ জন
(২০২০)
৭৫০০০০টাকা
(২০২০)
এপর্যন্ত-৪৬৭ জন,
৪৬৬০০০০ টাকা
ঋণ স্থিতি- ৫৭ জন,
৫৭০০০০/-

কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কাজ

কাঠের/ বাঁশের সাঁকো এপর্যন্ত ০৭টি

স্যানিটারী ল্যাট্রিন এপর্যন্ত ১২টি

অগভীর নলকুপ এপর্যন্ত ১৭টি

পরিবারভিত্তিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন এপর্যন্ত ৩৭৭টি

কার্যক্রম সমূহের আওতাধীন কর্মকান্ডসমূহ ও বাস্তবায়ন কৌশলঃ

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের উদ্দেশ্যঃ

ইউনিয়নের অধিবাসীদের বিশেষতঃ প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা। স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অভিগম্যতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করা;
- স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্যতা ও ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস তৈরি করা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি - স্তর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তি সহজকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ফলও শাক - সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।
- মা ও শিশুর অপুষ্টির হার হ্রাস করা এবং শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা;
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব এবং প্রসুতি ও নবজাতকের পরিচর্যার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতীদের প্রয়োজনীয় টিকা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিক, স্থানীয় সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সুচিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক করে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার দল সৃষ্টি করা।

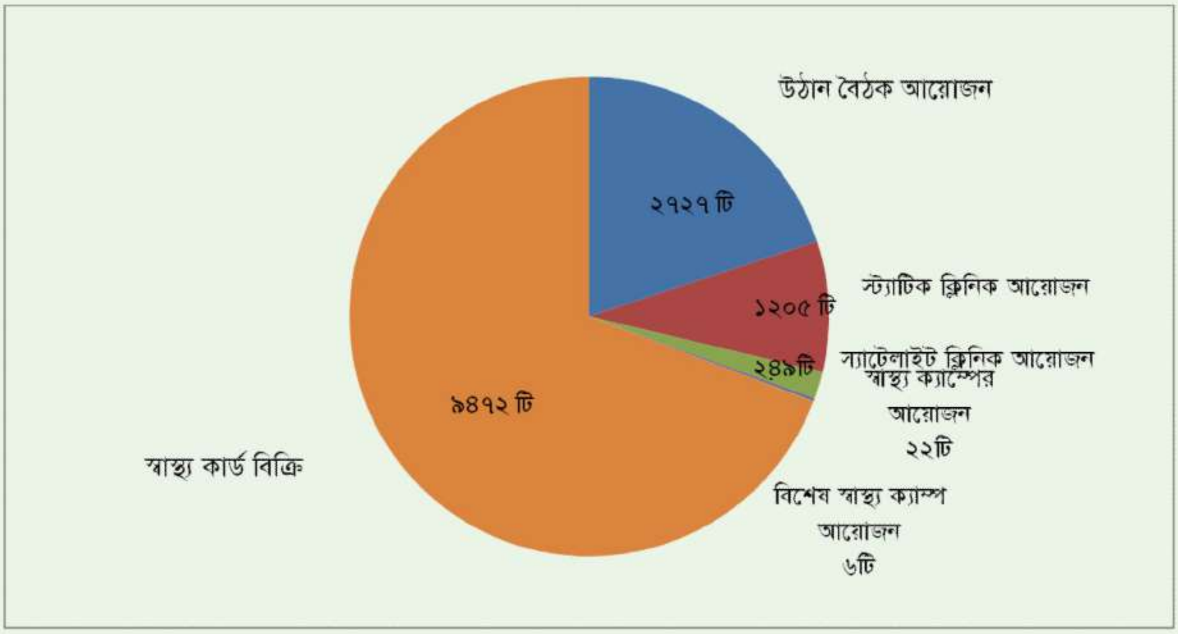

খানা পরিদর্শন ও উঠান বৈঠক ঃ

স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়নে ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক কাজ করেন, স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ দৈনিক ২০- ২৫ টি করে বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং নির্ধারিত ছকে পরিবারের সকল সদস্যের স্বাস্থ্যগত অবস্থা, রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। পরিদর্শনকালে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তারা পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরি, প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন, পুষ্টিকর খাবার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি উঠান বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকেন। এ পর্যন্ত ২৭২৭ টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করেন। এছাড়া অসুস্থ রোগীদের স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রেফার করেন।

খানা পরিদর্শন

উঠান বৈঠক আয়োজন

স্ট্যাটিক ক্লিনিক

ইউনিয়নে এক জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (স্বাস্থ্য বিষয়ে চার বছরের ডিপ্লোমাধারী) নিয়োজিত রয়েছেন, প্রতিদিন সকালবেলা মাঠপর্যায়ে রোগী দেখেন এবং বিকালে (২.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত) নারায়নপুর বাজার সংলগ্ন ৮নং ওয়ার্ডে সমৃদ্ধিকেন্দ্রে স্ট্যাটিক ক্লিনিকে রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে শুক্রবার সরকারি ছুটির দিন ও সংস্থাসমূহের কার্যালয় ছুটির দিনসমূহ ব্যতীত অন্যান্য দিনে স্ট্যাটিক ক্লিনিক খোলা থাকে। উক্ত ইউনিয়নে এ পর্যন্ত ১২০৫ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়েছে এবং এ থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪৩৩১ জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন।

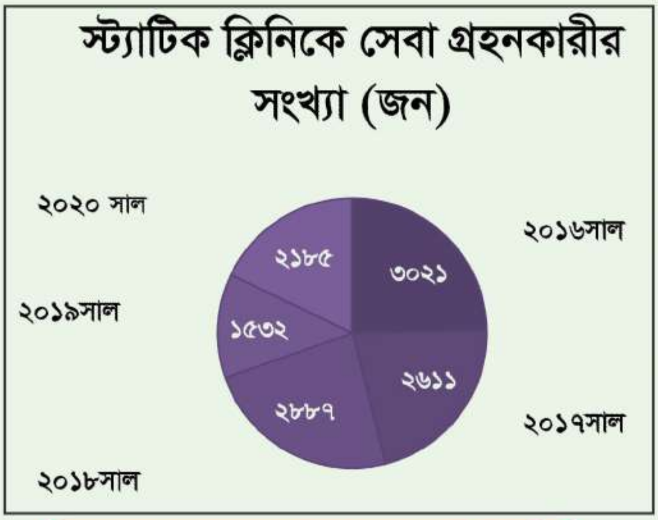

অসহায় আমেনা বেগমের মুখে হাসি

আমেনা বেগম ৭ নং ওয়ার্ডের সুয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। স্বামী- মো: আব্দুল বারেক চাঁদপুর শহরে অটোবাইক চালায়। স্বামী ও একমাত্র সন্তান নিয়ে তাদের সংসার। আমেনা বেগম ৩২ বছর বয়সে ২য় বারের মত গর্ভবতী হন। কিন্ত করোনার কারনে স্বামীর আয় কমে যাওয়ায় অনাগত সন্তান ও নিজের শরীর নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান। অভাব অনটনের কারনে ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করতে পারছিলেন না। তখনি ছুটে আসেন ৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত সমৃদ্ধি সেন্টারের স্ট্যাটিক ক্লিনিকে। তার সমস্ত সমস্যার কথা শুনে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তাকে অভয় দেন। কিভাবে তিনি এবং তার সন্তান গর্ভে সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে তার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সবসময় যাতে স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সাথে যোগাযোগ রাখে, সমস্যা মনে হলে যাতে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করেন। আমেনা বেগমকে আয়রন এবং ক্যালসিয়াম ঔষধ দেওয়া হয়। প্রতি মাসে তাকে চেকআপের মধ্যে রাখা হয়। সময় যত কাছাকাছি আসতে থাকে আমেনা বেগম তত দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। যদি স্বাভাবিক প্রসব না হয় তাহলে প্রাইভেট হাসপাতালের চিকিৎসার ব্যয়ভার তার স্বামীর পক্ষে বহন করা সম্ভব হবেনা, তার স্বামীকে ঋণ করতে হবে। সারাক্ষণ এই ভেবে আমেনা বেগম অস্থির হয়ে থাকেন। গর্ভের নয় মাসের সময় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তার বাড়িতে গিয়ে তাকে চেকআপ করে দেখেন সব ঠিক আছে কোনো চিন্তা করতে হবেনা। যদি তাকে হাসপাতালে নিতে হয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা সব ব্যবস্থা করে দিব, এই কথা শুনে তিনি স্বস্তি পান। স্বাস্থ্য কর্মকর্তার পরিদর্শনের সাত দিন পর হঠাৎ রাত ১০টার দিকে প্রসব ব্যথা উঠলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েন কারন এই রাতের বেলায় তিনি কোথায় যাবেন তার কাছে পর্যাপ্ত টাকা-পয়সাও নেই। তখনি খবর পৌঁছে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কাছে। খবর শুনামাত্র স্বাস্থ্য কর্তকর্তা দ্রুত ছুটে এসে স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা নেন। অবশেষে রাত ১১টায় আমেনা বেগম ফুটফুটে এক শিশুর জন্ম দেন। আমেনা বেগমের সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে, তার কোল ভরে উঠে ছেলে সন্তানের হাসি। আমেনা বেগমের হাসিতে যেন লুকিয়ে আছে কৃতজ্ঞতাবোধ আর প্রশান্তি। আমেনা বেগম বলেন, এই অসময়ে আমি ও আমার সন্তান যেখানে বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেখানে আপনাদের সহযোগিতায় আমার কোল জুড়ে আসে আমার সন্তান, আমি আশা করবো আপনাদের ক্লিনিকে যদি নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অনেক অসহায় পরিবার উপকৃত হবে।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা হচ্ছে স্যাটেলাইট ক্লিনিক যা দ্বারা খানার প্রতিটি সদস্য এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহন করতে পারেন। ইউনিয়নে প্রতি সপ্তাহে ০১ টি করে মাসে মোট ০৪ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। এর আওতায় এমবিবিএস ডাক্তারগণ ইউনিয়নের বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। এপর্যন্ত সর্বমোট ২৪৯ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করেছে, যেখানে সর্বমোট ৮৬১২ জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন।

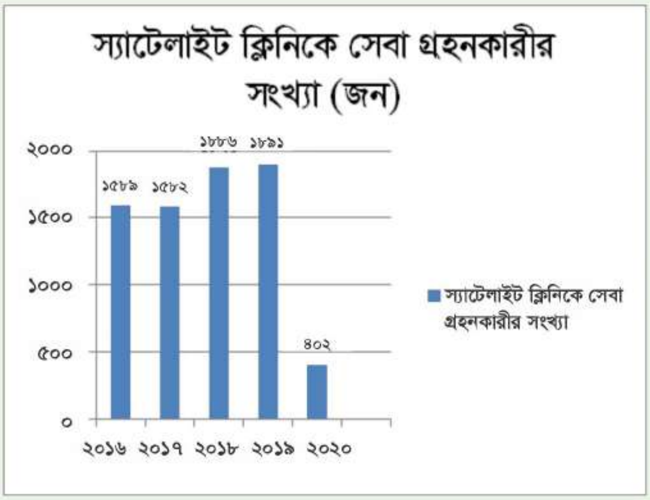

এখনো বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি

সামছুন্নাহার বেগম, বয়স ৪৫ বছর। স্বামী রিক্সা চালক। খাদেরগাঁও ইউনিয়নে ভানুরপাড় গ্রামে বসবাস। দারিদ্রের সাথে যার প্রতিনিয়ত যুদ্ধ। সংসারে নেই কোন সন্তান।একেতো সংসারে সন্তান না থাকায় অশান্তি তার উপর আবার অভাব অনটন। সংসারের গ্লানি টানতে গিয়ে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। টাকার অভাবে ভালো চিকিৎসা নিতে পারেন না। সরকারি হাসপাতাল তার বাড়ি থেকে অনেক দূর হওয়া আবার টাকার অভাবে প্রাইভেট হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে না পারায় অসহায়ত্ব বোধ করেন। অবশেষে আশার আলো দেখেন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সাথে আলোচনা করে জানতে পারেন যে একটি স্বাস্থ্য কার্ডের দ্বারা অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে বছর ব্যাপী চিকিৎসা সেবা গ্রহন করতে পারবেন। তিনি স্বাস্থ্য পরিদর্শকের পরামর্শক্রমে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ডাক্তারকে তার শারীরিক সমস্যার কথা বলেন এবং চিকিৎসা গ্রহন করেন। সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় চিকিৎসা সেবা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি বলেন প্রথমত: আমি বিশ্বাস করতে পারিনি অজপাড়া গাঁয়ে একজন এমবিবিএস ডাক্তার এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিবেন এবং চিকিৎসা সেবা পেয়ে আমি সুস্থ হবো। আমি এখন আগের থেকে অনেক সুস্থ, অধিক পরিশ্রম করতে পারি এবং আমার স্বামীকে সহযোগিতা করতে পারি। স্বাস্থ্য আপা আমার নিয়মিত খোঁজখবর নেন।সামছুন্নাহার আরো বলেন মাত্র ১০০ টাকার একটি স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে বছর ব্যাপী স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে আমি নতুনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি।

স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প

ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারগুলো জেলা ও উপজেলা গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ ।এতদূরে গিয়ে সেবা গ্রহন করা দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য কষ্টকর এবং অসাধ্য ।স্বাস্থ্য সেবা-ক্যাম্পের মাধ্যমে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সেবা পাওয়ায় উপকারভোগী ও দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে । ইউনিয়নে বছরে ৪ টি করে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয় । উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পসমূহে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত টীম রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন । ইউনিয়নে এপর্যন্ত ২২ টি বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে । ইউনিয়নে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পসমূহে সর্বমোট ৪৫৮৩ জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন । এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬২৯১ জনকে ডায়বেটিস পরীক্ষা করা হয়েছে ।

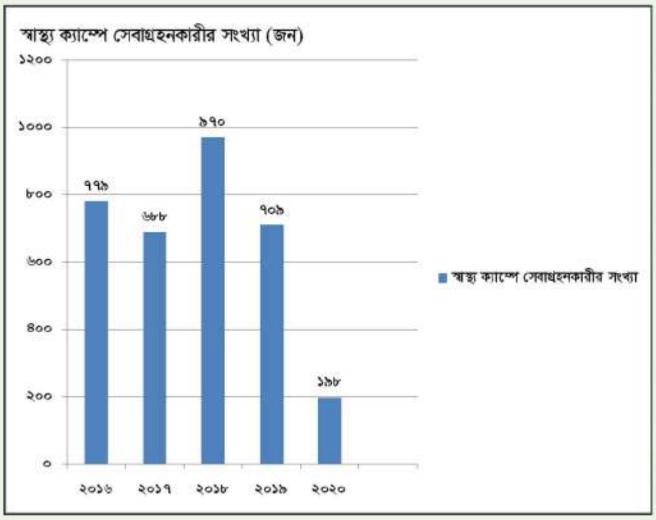

চক্ষু সেবা ক্যাম্প

চোখের সমস্যাজনিত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি ইউনিয়নকে ছানি মুক্তকরন করাই বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের প্রধান উদ্দেশ্য । এলাকায় এবং উপজেলায় ভালো চক্ষু ডাক্তার না থাকায় রোগীদেরকে জেলায় অবস্হিত একমাত্র চক্ষু হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয় । অসহায় দরিদ্র পরিবারে সদস্য ও বয়স্ক রোগীদের জন্য ব্যয়বহুল খরচ করাও সম্ভব হয়না । তাই বিনা মূল্যে চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চোখের চিকিৎসা ও ছানি অপারেশন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এপর্যন্ত ০৭ টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৯৬৬ জন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন । এর মধ্যে ৩৩৩ জনকে মাজহারুল হক বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল চাঁদপুর এ ছানি অপারেশন করা হয় ।

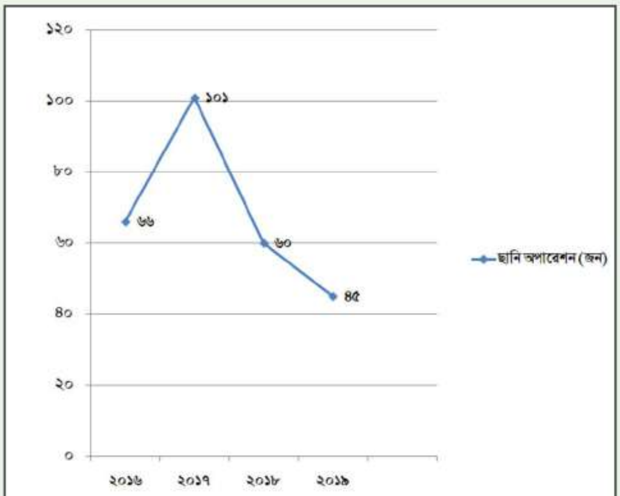

লাল মিয়ার চোখে প্রকৃতি ও পরিবার

চোখে ছানি পড়ার কারনে বয়স্কদের অনেকে শেষ বয়সে এসে এই সুন্দর পৃথিবী আর দেখতে পারেনা। ফলে তার স্বাভাবিক চলাফেরা ব্যাহত হয় এবং পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। অর্থের অভাবে অনেকে সময়মত ছানি অপারেশন করতে না পারায় অন্ধ হয়ে যায়। ২০১৫ সাল থেকে খাদেরগাঁও ইউনিয়নে এই সকল অসহায় মানুষদের চোখের ছানি দূর করার জন্য বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করে লেন্স বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৬ সালে মাঠ পরিদর্শনে গিয়ে ৩নং ওয়ার্ডের পদ্মপাল গ্রামের আথ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত ৬৫ বছর বয়সী লাল মিয়ার সাথে পরিচয় হয়। তার পরিবারের সদস্যরা জানান তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম (আথ্রাইটিস রোগ) হওয়ায় কেউই ছানি অপারেশন করতে চায়না। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি। লাল মিয়ার সাথে কথা বলতে চাইলে লাল মিয়া আবেগ তাড়িত হয়ে আধো-আধো করে বলেন আপনারা একটু চেষ্টা করে ব্যবস্থা করে দেন জীবনের শেষ বয়সে একটু পরিবারের সদস্যদের যেন দেখতে পাই এবং এই সুন্দর পৃথিবীটাকে উপভোগ করতে পারি, আল্লাহ আপনাদের ভালো করবেন। তারপর ২০১৬ সালে চক্ষু ক্যাম্পে লাল মিয়াকে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে দেখেন সব ঠিক আছে কিন্তু আথ্রাইটিস ও বয়স বেশী হওয়ায় ঝুঁকি নিতে রাজি না। লাল মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যরা ছানি অপারেশন করতে খুব আগ্রহ দেখান । পরবর্তীতে ডাক্তারদেরকে অনুরোধ করে লাল মিয়াকে চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে ছানি অপারেশন করে লেন্স বসানো হয়। লাল মিয়া চোখের আলো ফিরে পেয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার উপলব্ধি অনুভব করছেন। লাল মিয়ার আশা শত প্রতিকুলতার মাঝে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশে এই ক্ষুদ্র উদ্যেগের ফলে তার মতো জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শত বয়োবৃদ্ধ ফিরে পাবে তাদের চোখের আলো। তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আলোকিত হয়ে উঠবে আগামীর সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

ঔষধ বিতরণ

গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের আয়রন ও ক্যালসিয়াম ক্যাপসুল, অপুষ্টি শিশুদের পুষ্টি কণার প্যাকেট ও সবার জন্য কৃমিনাশক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করায় ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। ফলে মাতৃ মৃত্যু ও অপুষ্টিজনিত শিশুর হার কমেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় এপর্যন্ত বিনামূল্যে ৪৩৮৭টি পরিবারের মধ্যে ২৩৩৪৫ জনকে ৪৬৬০০টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ৩৬৩৮ জনকে ৫০৫৩০টি আয়রন ট্যাবলেট, ১৮২৩ জনকে ১৭৮৩০টি পুষ্টিকণা প্যাকেট, ২৬১০ জনকে ২৫৩৩০টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

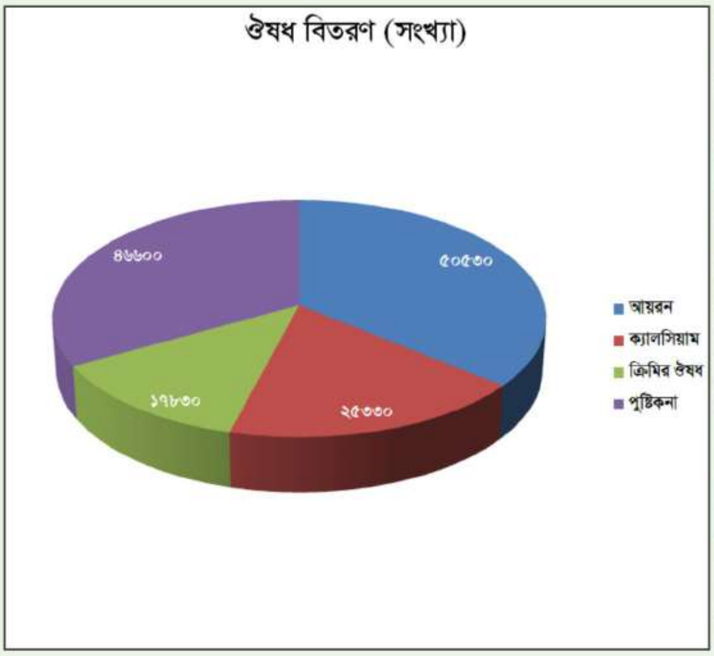

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি করা। এই কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছ:-

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়া রোধ;
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বন্ধে প্রাথমিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

শিক্ষা কার্যক্রমের মূলধারা থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকরণ এবং গুনগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য সমৃদ্ধির আওতায় শিক্ষা-সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সাধারণত দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের বাবা- মাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় বা স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় দিনশেষে পরিশ্রান্ত থাকায় ছেলে-মেয়েদেরও স্কুলের পাঠ শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন ফলে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। তাই শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকার অন্যতম কাজ হচ্ছে শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পাঠ প্রস্তুত করে দেওয়া, যাতে পড়া না পারার ভয়ে ঝরে না পড়ে। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুশ্রেণী, ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর অনুর্ধ্ব ৩০জন ছাত্র-ছাত্রীকে দৈনিক বিকাল ৩.০০টা হইতে ৫.০০টা পর্যন্ত দুই ঘন্টাব্যাপী পাঠদান করা হয়। ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এসএসসি পাশ রয়েছে এমন ছাত্রী/মহিলাদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে শুক্রবার,সরকারি ছুটির দিন ও সংস্থাসমূহের কার্যালয় ছুটির দিনসমূহ ব্যতীত অন্যান্য দিনে শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ খোলা থাকে। শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠদান ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক অভিভাবক কমিটি রয়েছে। অভিভাবক কমিটি মাসে অন্তত একদিন সভায় মিলিত হয়ে কেন্দ্রের বিভিন্ন দিক এবং উন্নয়নের বিষয়ে মতবিনিময় করে থাকেন। শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সংস্থা কর্তৃক মোট **৩০ টি** বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। প্রতিটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠ্যক্রম ভিত্তিক পাঠদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সহ-শিক্ষা কার্যক্রম, বিনোদনমূলক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। উক্ত কেন্দ্রসমূহে মোট **৭৫৩ জন** ছাত্র/ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এ পর্যন্ত ১৬৩৮জন ছাত্র ও ২০২১ জন ছাত্রী উক্ত কেন্দ্রগুলোতে অধ্যায়ন করেছে এবং ১৮৫১ টি অভিভাবক সভা হয়েছে।

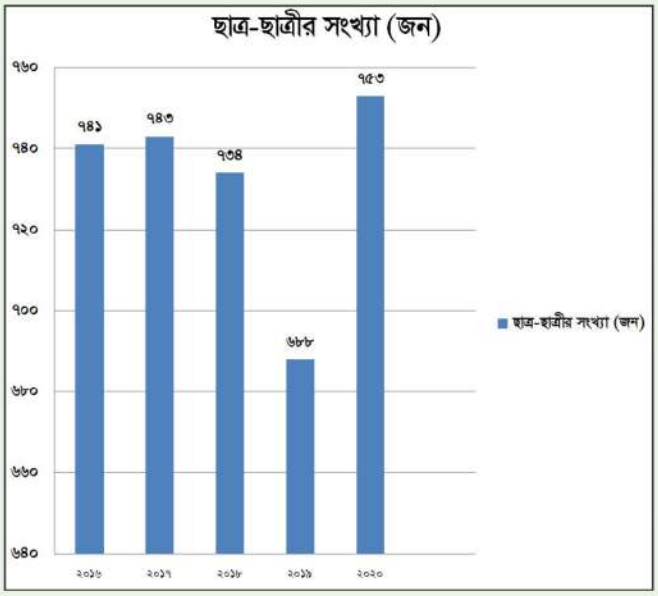

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কাছে হার না মানা হাবিবা

জন্মগতভাবে শারীরিক অক্ষম হাবিবা আক্তার, পিতা- মোঃ আক্তার হোসেন ঢালী একজন কৃষক, মাতা- নাছিমা বেগম একজন গৃহিনী। ২০১০ সালে বাবা-মার কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় পরিবারের একমাত্র কন্যা সন্তান হাবিবা, চার ভাই-বোনের মধ্যে হাবিবা ৪র্থ। জন্মের ১ বছর পর বাবা- মা বুঝতে পারে যে তাদের আদরের মেয়েটি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং স্বাভাবিকভাবে বসতে পারেনা । ফলে সে একা একা বাসায় পড়ে থাকত। তার বাবা- মা তাকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহ দেখায়নি শারীরিক অক্ষমতার কারনে। ৭ নং ওয়ার্ডের ঘিলাতলী গ্রামের ২৫ নং শিক্ষা সহায়াতা কেন্দ্রের শিক্ষিকা ইসরাত জাহানের একান্ত উদ্যোগে তার বাবা-মা উৎসাহিত হয়ে হাবিবাকে শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত নিয়ে আসেন। শিক্ষিকার আন্তরিকতা ও পরম যত্নে হাবিবা প্রতিদিন শিক্ষা কেন্দ্রে এসে লেখা-পড়া করে। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মত লেখা-পড়া করে ও হাসি-খুশি থাকে । তার মা বলে পড়ার সময় হলে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে কেন্দ্রে আসার জন্য। একমাত্র মেয়ের আগ্রহ ও হাসি-খুশি দেখে বাবা-মা আশার আলো দেখে একদিন হাবিবা সকল প্রতিক'লতা অতিক্রম করে অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মত স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবে। তবে এটা মোটেও সম্ভব ছিলনা যদি এখানে এরকম একটি মনোরম শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্র না থাকত। তাই তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তার মেয়ের মত এই রকম প্রান্তিক অসহায় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এত যত্ন সহকারে পাঠদানের ব্যবস্থা করার জন্য।

উপযুক্ত ঋণ ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

ঋণ গ্রহণে আগ্রহী পরিবারসমূহের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক উপযুক্ত খাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ,অর্থ গ্রহণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবারটির যে সক্ষমতা রয়েছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধির আওতায় তিন ধরনের ঋণ ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে যথা - আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ।

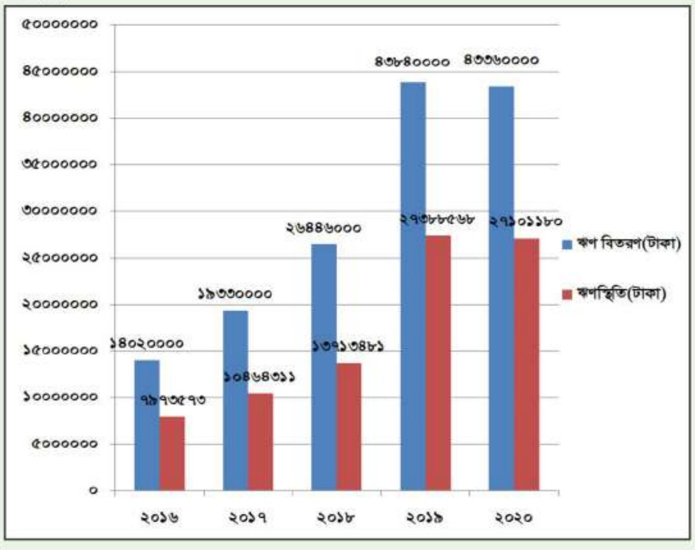

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ

ঋণগ্রহীতা পরিবারের আয়বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কর্মকান্ডের মূলধন হিসেবে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সদস্যেদের চাহিদা মোতাবেক বিনিয়োগের খাত নির্ধারিত হয়। এ ঋণ প্রথম দফায় পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা যায়। এ পর্যন্ত ৩১৬৩ জন সদস্যকে ১৩,১২,৭৭,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

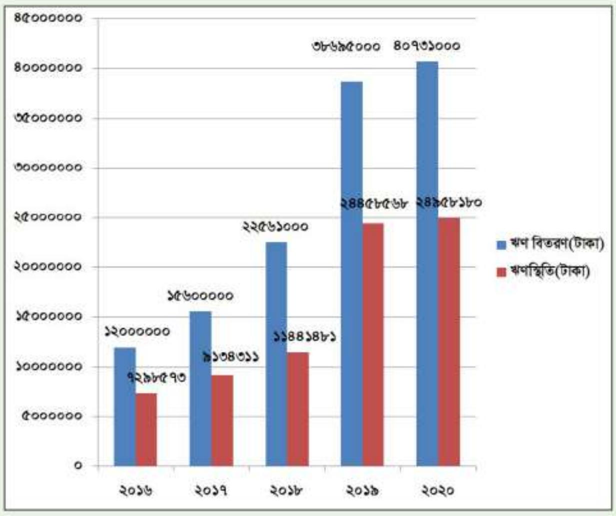

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ

ঋণগ্রহীতা পরিবারের আয়বৃদ্ধিমূলক নয় এমন সাধারণ দৈনন্দিন খরচ ও জীবন উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খরচসমূহ নির্বাহের জন্য জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ঋণ এক দফায় পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করা যায়। এ পর্যন্ত ৬৬৭ জন সদস্যকে ৪৬,৬০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

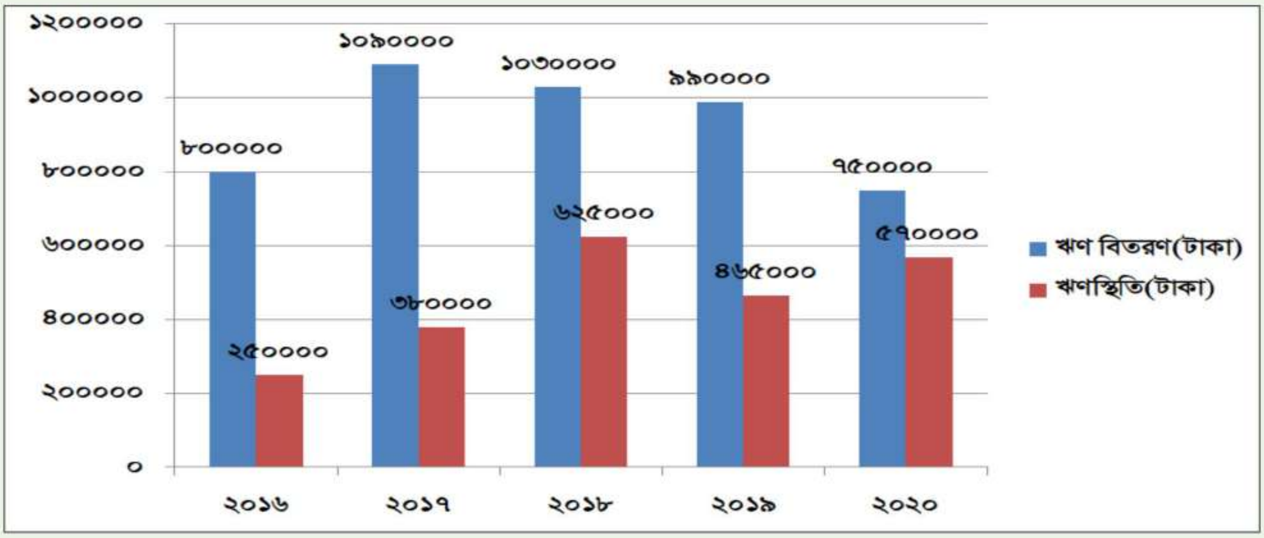

সম্পদ সৃষ্টি ঋণ

ঋণগ্রহীতা পরিবারের সম্পদ সৃষ্টির জন্য এ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে এক দফায় পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করা যায়। এ পর্যন্ত ৭১৮ জন সদস্যকে ১,৪৩,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

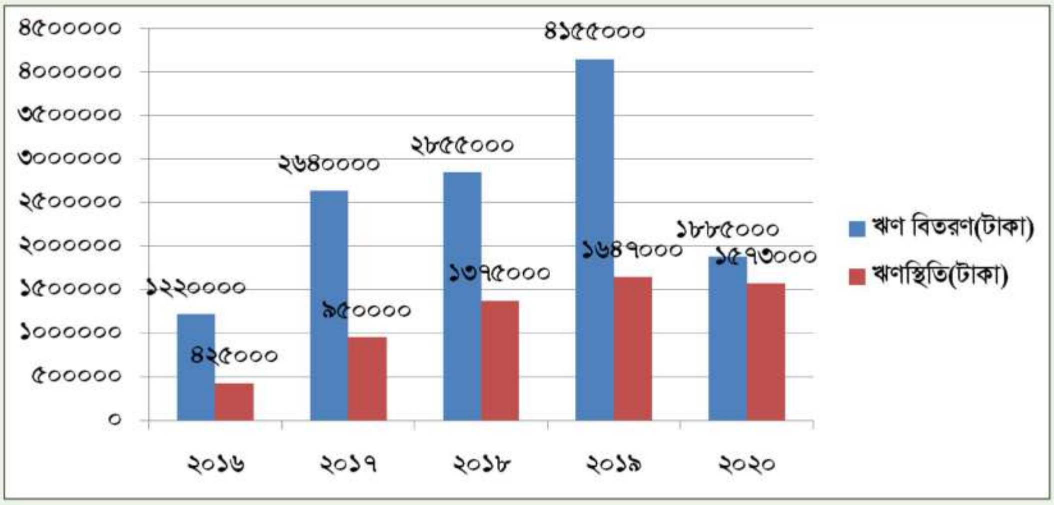

স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে উঠা উদ্যোক্তা পারভেজ

মোঃ পারভেজ হোসেন, পিতা-লতিফ হোসেন, মাতা- মাছুমা বেগম, গ্রাম - পুটিয়া, পোঃ- খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে পারভেজ চতুর্থ। পড়া-লেখা তেমন মনযোগী না হওয়ায় ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষার মধ্যেই থেমে যায় লেখা-পড়া। তারপর চলে যান ঢাকায় কিছুদিন গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করেন। কিছুতেই স্থির হতে পারছিলেন না । স্বপ্ন দেখেন উদ্যোক্তা হওয়ার, অদম্য ইচ্ছা শক্তির ফলে শুরু করেন ছোট আকারে পোশাক উৎপাদন। বিদেশে পোশাক রপ্তানি করে দেশের পোশাক শিল্পে অবদানের পাশাপাশি নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন ছিল। অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বপ্ন পূরনে কিন্তু বার বার অর্ডার বাতিল হওয়া মালামাল ফিরিয়ে দেওয়ার কারনে অর্থনৈতিকভাবে ভীষন চাপে পড়ে যান। এক সময় ব্যাংকের অর্থ শোধ করতে না পেরে সবকিছু বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফিরেন। পারভেজ আবার নিজেকে নতুনভাবে প্রস্তুত করে মুরগির ফার্ম দেওয়ার চিন্তা করেন। যোগাযোগ করেন আইজিএ সমিতিতে এবং এক লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহন করেন। তাকে সার্বক্ষণিক উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা পরামর্শ দেন। ২০১৭ সালে শুরু করেন পোল্ট্রি ফার্ম। প্রথম চালানেই পারভেজ লাভের মুখ দেখেন। ধীরে ধীরে পারভেজের মূলধন বাড়তে থাকে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সহায়তা পারভেজের বাড়ি হয়ে উঠে সমৃদ্ধ বাড়ি । সমৃদ্ধি ইউনিট নিয়মিত পারভেজকে পরামর্শ দিয়ে যান। পরবর্তী ধাপে পারভেজ দুই লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে মুরগির ডিম ফুটানোর মেশিন ক্রয় করে, ডিম থেকে বাচ্চা ফুটান এবং বাজারে বিক্রি করে লাভবান হন। পাশাপাশি দুইটি গাভী থেকে ১০-১৫ লিটার দুধ পান। এছাড়া পুকুরে যৌথ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেন। শুধু তাইনা আরো আছে ৪ টি ছাগল ও ৩০ টি কবুতর। দুই জন কর্মচারি সারাক্ষণ কাজ করে। পারভেজ বলেন আমার অসহায় মূহুর্তে এই আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ না পেলে আমি ঘুরে দাঁড়াতে পারতাম না। আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে আমি শুধু স্বাবলম্বী হইনি অন্যদেরকেও কাজের সুযোগ করে দিয়েছি। তিনি আরও বলেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বৃহৎ আকারে গরু ও ছাগলের ফার্ম করার। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা ও পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। প্রথমে জরিপ করে ভিক্ষুকের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। তালিকা থেকে যাচাই বাছাই করে অধিকতর দু:স্থ ও অসহায় ভিক্ষুক পরিবারদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে ভিক্ষুক ও সংস্থার সমাজ উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার নামে যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ১ লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়। ভিক্ষুক ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নির্ধারণপূর্বক উপকরণ ক্রয় করে দেয়া হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক ইউপি মেম্বার ও চেয়ারম্যান, উপজেলার চেয়ারম্যান ও ইউএনও কে অবহিত করা হয়। নিরবচ্ছিন্ন আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় পর্যায়ক্রমে ৬ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বর্তমান মাসিক আয় প্রায় ৫০০০/- টাকার উপরে।

সমৃদ্ধির পথে আব্দুল হাই

খাদেরগাঁও ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের নাগদা গ্রামের আব্দুল হাই ১৫ বছর বয়সে গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ হন, এরপর সংগ্রাম করে বেড়ে উঠা অবহেলিত সমাজ ব্যবস্থায় নিরুপায় হয়ে কখনো লঞ্চে কখনো বা শহরের অলিগলিতে ভিক্ষা শুরু করেন। আব্দুল হাই ৫ ছেলে-মেয়ের জনক। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর সবাই আলাদা থাকেন। তাই জীবনসায়াহ্নে এসেও আব্দুল হাইকে ভিক্ষাবৃত্তি করে চলতে হয়। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে আব্দুল হাইকে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তার সাথে আলোচনা করে তার উপযোগী প্রকল্প তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে ১,০০,০০০/- টাকার একটি চেক প্রদান করা হয়। প্রকল্পের শুরুতে গাভী পালনের জন্য ঘর নির্মান, বাছুর সহ ১টি গাভী ক্রয়, এবং ১৮ শতক আবাদি জমি (বন্ধক) নিয়ে দেওয়া হয়। ২০২০ সালে পবিত্র ঈদুল আযহার সময় একটি গরু ৬০,০০০/- বিক্রি করে তার পূর্বের দেনা পরিশোধ করে এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়ে আবাদি জমি (বন্ধক) রাখে। বর্তমানে তার একটি গাভী ও বকনা আছে। পুনর্বাসনের পূর্বে তার সম্পদের মূল্য ছিল ১,৫০,০০০/- যা বর্তমানে বেড়ে ৫,০০,০০০/- হয়েছে। আব্দুল হাইকে এখন আর ভিক্ষা করতে হয় না। বর্তমানে গাভীর দুধ বিক্রি করে পরিবারের খরচ মিটানোর পর ব্যাংকে চলতি হিসাবে সঞ্চয় করে। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেওয়ায় আব্দুল হাই এর সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

ইউনিয়নে অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় অতিদরিদ্র পরিবার যাদের মাসিক আয় ৩,০০০(তিন হাজার) টাকার নিচে তারা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে মাসে কমপক্ষে ১০০(একশত) টাকা জমা করবে। এভাবে দু'বছর পর্যন্ত সঞ্চয় জমা করার পর নারীপ্রধান বা প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন পরিবার সমূহের ক্ষেত্রে জমাকৃত সঞ্চয়ের সমপরিমান অর্থ (সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ টাকা) অনুদান হিসেবে এবং অন্যান্য অতিদরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মসূচির আওতাধীন সম্পদ সৃষ্টি ঋণ খাত থেকে নমনীয় ঋণ প্রদান করা হয়। তবে শর্ত হচ্ছে সঞ্চয় ও ম্যাচিং তহবিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিবার কোনো স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করবে অথবা সম্ভাবনা রয়েছে এমন আয়বৃদ্ধিমূলক কোনো খাতে তা বিনিয়োগ করবে। সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে কি করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

এ পর্যন্ত ২১ জন সদস্য ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় জমা করেছেন। এ কার্যক্রমের আওতায় ১৪ জনকে ১৭৫৪৬৭ টাকা অনুদান দেয়া হয় এবং চলমান সঞ্চয়ের আওতায় ০৭ জনের ৭২,৬০০ টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা আছে।

সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের পথে

সাহিদা বেগমের স্বামী ২০০১ সালে মৃত্যুবরন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এক মাত্র মেয়েকে নিয়ে তার পথ চলা শুরু। তখন মেয়ে গর্ভাবস্থায় ছিল। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে নাগদা গ্রামের বাসিন্দা সাহিদা বেগম অসহায় হয়ে পড়েন। সাহিদা বেগমের মা-বাবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তিনি রাজি হননি। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বাড়িবাড়ি গিয়ে মানুষের কাজ করে তার সংসার চলত। তার সকল স্বপ্ন ছিলো একমাত্র মেয়েকে ঘিরে। ছোট সেই মেয়েটি বর্তমানে এইচএসসি ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত আছে। ৪০ বছর বয়সী সাহিদা বেগম যখন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছ থেকে বিশেষ সঞ্চয়ের নিয়ম-কানুন জানেন তখন এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরে তাকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যকমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ২ বছর ১২,০০০ টাকা জমা করেন। মেয়াদপূর্ণ হওয়ার পর matching অনুদান বাবদ আরও ১২,০০০ টাকা দেওয়া হয়। ২৪,০০০ টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন ও ১৫ শতক জায়গা বন্ধক রাখেন। জমিতে চাষাবাদ করে আর সেলাই মেশিন থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে তার সংসার ভালোমতো চলে।

শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম

ইউনিয়নের জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্ত করণের লক্ষ্যে শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। যেসকল পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই সে সকল পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারগুলোর জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত করা হয়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের মাঝে পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে ৫টি করে রিং ও ১টি করে স্লাব প্রদানের মাধ্যমে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়।
এপর্যন্ত মোট ৩৭৭ টি পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

হাত ধোয়া কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ল্যাট্রিনের বাহিরে একটি প্লাস্টিক বোতলে সাবানের গুড়া / ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি দিয়ে সহজভাবে ও কমখরচে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এপর্যন্ত মোট ৩২৫২ টি পরিবারের হাত ধোয়ার বোতল স্থাপন করা হয়েছে

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে লেখা-পড়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে নিজের বহুমুখী প্রতিভা বহিবিশ্বের কাছে তুলে ধরা এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। তাই সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়নে যুব সমাজের সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অংশগ্রহণে ইউনিয়নে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত ০৩ বার বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি (বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ)

একটি বাড়ি যেন হয় বর্ধিত আয়ের কেন্দ্র বিন্দু সেই লক্ষ্যে খাদেরগাঁও ইউনিয়নে সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইউনিয়নে এ পর্যন্ত ৭০টি সমৃদ্ধি বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটি বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ,বিদ্যুৎ অথবা সৌরবিদ্যুৎ , উন্নতচুলা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, ফলজ ,বনজ, ঔষধি বৃক্ষ, সবজি ও ফুল গাছ আছে। আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানমূলক কাজের মধ্যে হাঁস- মুরগী ও কবুতর পালন, গবাদি পশু পালন বাড়ির আশে-পাশে পুকুরে মাছ চাষ এবং ভার্মি কম্পোস্ট ও জৈব সার তৈরিকরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রতিটি বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৫,০০০- ৮,০০০/- টাকা আয় হচ্ছে।

সবজি বীজ বিতরণ

সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পুষ্টিকর খাবার একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে বসতবাড়ির আশেপাশে সারা বছর সবজি চাষ করা যায়। সবজি চাষের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও আয়বৃদ্ধি করা যায়। সংস্থা এ পর্যন্ত মোট ৫০টি পরিবারের মধ্যে ১৭,২২০ টাকার সবজি বীজ বিতরণ করেছে।

একটি বাড়ি ও সমৃদ্ধ পরিবার

কোন কিছুর অভাব থাকবেনা তার বাড়িতে এমন স্বপ্ন নিয়ে পুরাতন বাড়ি থেকে এসে ২২ শতক জায়গার উপর নতুন বাড়ি বাঁধেন ৭ নং ওয়ার্ডের ঘিলাতলী গ্রামের মোঃ নান্নু বকাউল । বয়স ৬০ উর্ধব হলেও স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো কিছু করে যেতে । তাইতো তার এই অনন্ত প্রচেষ্টা । দুই ছেলে এক মেয়ে আর গৃহীনি নিয়ে তার সংসার । তিনি একজন কৃষক, কৃষির সাথে সম্পর্ক যেন অনন্তকালের । তাইতো তার স্বপ্ন ছিলো গোয়াল ভরা গাভী, ধান ভরা ক্ষেত, পুকুর ভরা মাছ কোন কিছুর যেন কমতি থাকবেনা । কিন্তু স্বপ্ন কেন যেন বাস্তবায়িত হচ্ছিলনা । অবশেষে উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার সহযোগিতায় সমৃদ্ধবাড়ি গঠনের পরিকল্পনা নেন । শুরুতে তার বাড়িতে কি কি সম্পদ আছে তা নিরুপন করা হয় । তারপর সমৃদ্ধি কর্মসূচি থেকে ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছ, সবজি ও ফুল বীজ, হাঁস-মুরগী, কবুতরের ঘর, ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট ও বন্ধুচুলা স্থাপন , বাড়ির সামনে গেইট স্থাপনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়ার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় । পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি অগ্রসর হতে থাকেন, প্রথমে একটি গাভী, কিছু হাঁস-মুরগিও একজোড়া কবুতর কিনেন । পুকুরে পরিকল্পিতভাবে যৌথ পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করেন । বাড়ির আঙ্গিনায় বেড়া ও মাঁচা তৈরি করে সারা বছর সবজি চাষের পদক্ষেপ গ্রহন করেন । বিষমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদনের লক্ষে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট থেকে উৎপাদিত সার এবং ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করেন । সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে আত্মীয়- স্বজনকে দিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রি করে আয় করেন । একইভাবে গাভী থেকে প্রাপ্ত দুধ, হাঁস-মুরগীর ডিম , কবুতর বিক্রি করে এবং পুকুরের মাছ চাষ করে মাসে প্রায় ৭,০০০/- -৮,০০০/- টাকা আয় করেন । নান্নু বকাউল বলেন আপনাদের সহায়তায় আমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দান করেছে ।

ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন

কেঁচো সার মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মাটিতে অনুজীবের পরিমাণ বাড়িয়ে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে । ফলে একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে কেঁচো সারের দাম কম হওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ কমে যায় । জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে কেঁচোসার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী সদস্যকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করে কেঁচোসার উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় । সদস্যকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি বাজারজাতকরনে সহযোগিতা করা হয় । সদস্যগণ উৎপাদিত সার নিজস্ব জমিতে ব্যবহার করেন এবং উদ্বৃত্ত সার বিক্রি করে পরিবারের জন্য আয়বৃদ্ধি করেন । এ পর্যন্ত ৬৩ টি ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে ।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন

ইউনিয়নে ৭টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ৯ টি ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি , স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, যুব সমাজের প্রতিনিধি, সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতিনিধি এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি ও ওয়ার্ড যুব কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ বছরে ১২টি সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ, শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ,যুব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, সিনিয়র সিটিজেনদের বিষয়ে কর্মকান্ড গ্রহণ, এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, এলাকার পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, জনগণের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়ন প্রভৃতি আলোচনা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৩৯৪ টি সভা ও ৫৬ টি প্রশিক্ষণ উক্ত কেন্দ্রগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম

এই কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যুবদের নৈতিকতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান। আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে যুব সমাজ। এই কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬ - ২০১৭ সালে ইউনিয়নে ১৬ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৮০ জন যুবকদেরকে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং নেতৃত্ব ও নৈতিক শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ববিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ২ দিনের একটি সম্পূর্ণ ভিডিও ভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে যুবদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিপায়, যার ফলে যুবরা এলাকায় স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো মেরামত, রাস্তার পাশে নানা ধরণের বৃক্ষরোপণ,মাদক ও বাল্যবিবাহ এবং মহামরি (করোনা ভাইরাস) রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া যুবদেরকে নিয়ে ২০১৯ সালে ৯টি বিষয় (যুবদের দৃষ্টিতে - বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ; বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা; দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান; সামাজিক ব্যাধি: বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও মাদকাসক্তি; সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ; সাম্য ও মানব মর্যাদা; আর্থ-সামাজিক বৈষম্য; জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন) উপস্থাপন নিয়ে সফলভাবে যুব সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় যুবদের ৯ টি ওয়ার্ডে কমিটি রয়েছে যার মধ্যে ১২০ জন নারী ৭৮ জন পুরুষ সদস্য। এপর্যন্ত ৯০টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ও ৩টি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে।

অপ্রতিরোধ্য আমেনা আক্তার

২০১৮ সালে আমেনা আক্তার যুব সমাজের আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ববিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। আমেনা আক্তার খাদেরগাঁও ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বেলুতি গ্রামের যুব সদস্য। আমেনা আক্তার পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট। তার বাবা একজন কৃষক ও মা গৃহিনী। বড় বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। যুব প্রশিক্ষণের ফলে আমেনা আক্তার বাল্য বিবাহের কুফল সর্ম্পকে জানতে পারেন। সে যখন দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিল তখন তার বাবা মা তাকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। এক পর্যায়ে তার বাবা- মা তাকে না জানিয়ে ছেলে পক্ষের সাথে বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলেন। আমেনা আক্তার বুঝতে পেরে ঐ দিন তার সহপাঠীদের সহযোগিতায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তার পর যুব সদস্যরা তার বাবা - মাকে বুঝিয়ে তাকে পড়াশুনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বর্তমানে তিনি এইচএসসি তে ১ম বর্ষে চাঁদপুর সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত আছেন। আমেনা আক্তার বলেন যুব প্রশিক্ষনের ফলে তিনি সাহস সঞ্চয় করার কারনে এবং যুব সদস্যদের সহযোগিতায় এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। সে আরো বলেন এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইউনিয়নের সকল যুব সদস্যদের সমন্বয়ে তারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য পোস্টার পেপার লিপিবদ্ধ করে টানিয়ে দেন যা এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রশংসা অর্জন করে। আমেনা আক্তার ভবিষ্যতে একজন শিক্ষক হয়ে সমাজকে এগিয়ে নিতে চান।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম

পিকেএসএফ, সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বে ইউনিয়নের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহে নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন/মেরামত এবং এলাকার রাস্তাসমূহে ছোট সাঁকো/কালভার্ট তৈরির জন্য স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি স্থাপনার জন্য সংস্থার কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক 'নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ' কমিটি গঠন করে নির্মাণ/মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।উক্ত কার্যক্রমের আওতায় খাঁদেরগাও ইউনিয়নে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে মোট ০৫ টি স্যানেটারী লেট্রিন, ১০ টি টিউবওয়েল , ৫ টি বাঁশের পুল, ২ টি কাঠের পুল , এবং ৭টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রে ০৭ টি স্যানেটারী ল্যাট্রিন, ০৭ টি টিউবওয়েল মেরামত/নির্মাণ করা হয়েছে।

বন্ধু চুলা কার্যক্রম

সাধারণ চুলার তুলনায় উপকরণ খরচ কম হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এ চুলায় রান্না করা যায়। এ চুলার চিমনির মাধ্যমে ধোঁয়া বাহিরে নির্গত হওয়ায় ধোঁয়াজনিত কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়না। এ পর্যন্ত ৫০টি পরিবারকে বিনামূল্যে বন্ধু চুলা স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়নে ৩০৮ টি বন্ধু চুলা রয়েছে।

ঔষধী গাছ 'বাসক' চাষাবাদ

পরিবারের আয়বর্ধন ব্যবস্থা অংশ হিসেবে ও দেশীয় ঔষধ শিল্পের কাচাঁমালে যোগান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঔষধি গাছ চাষাবাদ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় সদস্যদের বাড়ির আশপাশে, পতিত জমিতে ও রাস্তার ধারে বাসক চারা রোপন করা হয়। এছাড়া সমৃদ্ধি বাড়িতে সাজনা, তুলশি, নিম, হরতকী প্রভৃতি ঔষধি গাছ রয়েছে। এ পর্যন্ত ২,৪০৭ টি বাসক গাছ রোপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্য অর্জনে কর্মকর্তা - কর্মচারীদের পাশাপাশি আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সদস্যদের এবং উন্নয়নে যুবসমাজ কার্যক্রমের আওতায় যুব সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণঃ

এ পর্যন্ত ৬২৫ জন সদস্যকে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম যথা উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরন, কেঁচোসার উৎপাদন, জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ, হাঁস - মুরগী পালন বিষয়ের উপর ২৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যুব প্রশিক্ষণঃ

যুব সমাজের আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ববিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক বিষয়ের উপর এ পর্যন্ত ৪৮০জন যুব (ছেলে-মেয়ে) সদস্যকে ১৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণঃ কর্মরত সকল শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের দক্ষতা উন্নয়নে বছরে একবার ০৫ দিনব্যাপী এ পর্যন্ত ০৬ টি ব্যাচে ২৪৪ জনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে দারিদ্র দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সঙ্গতি রেখে পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যক্রম গ্রহণ করে । প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্থা ও পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার ৩ নং খাদেরগাঁও ইউনিয়নে উক্ত কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে ।এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো প্রবীণদের মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণ করা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো যাতে করে তারা সমাজে পূর্ণ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে । শুরুতে একটি বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে ৬০ উর্ধ্ব যারা আছেন তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় । মোট ১৩৮৮ জন প্রবীণ সদস্য পাওয়া যায় ।

এক নজরে
২০২০ সালের অর্জন
জানুয়ারি - ডিসেম্বর

প্রবীণ কর্মসূচি

বিশেষ সহায়তা
- কম্বল এ পর্যন্ত-৯০টি
- চাদর এ পর্যন্ত ৪০ টি
- ছাতা এ পর্যন্ত-১০টি
- ওয়াকিং স্টিক - এ পর্যন্ত-৪০টি
- কমোড চেয়ার এ পর্যন্ত- ১০টি
- হুইল চেয়ার এ পর্যন্ত -১টি

স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন
৪ টি
সেবাগ্রহনকারী ১২৭ জন

পরিপোষক ভাতা
এ পর্যন্ত নারী ৪৮৯-জন
পুরুষ ৫৭১জন কে
মোট ৫৬২০০০/-

কমিটি সভা
- গ্রাম কমিটি ১৫৩টি
- ওয়ার্ড কমিটি ১৫৩ টি
- ইউনিয়ন কমিটি-১৭টি

প্রশিক্ষণ
কমিটি ওরিয়েন্টেশন ৮১জন,
ঋণ প্রশিক্ষণ ৬০ জন

শ্রেষ্ঠ সম্মমনা
- শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ০৩ জন (২০২০সাল) এ পর্যন্ত ৯ জন
- শ্রেষ্ঠ সন্তান ৩ জন (২০২০সাল) এ পর্যন্ত ৬ জন

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ

প্রবীণ কমিটি গঠন ও ওরিয়েন্টেশন

কর্মসূচিটি পরিচালনার জন্য কর্ম এলাকার প্রবীণদেরকে নিয়ে গ্রাম, ওয়ার্ড, ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলোর দায়-দায়িত্ব ,নেতৃত্ব , যোগাযোগ ও মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রবীণদের ঐক্য করে গড়ে তোলা যেন সকল সামাজিক কাজে প্রবীণগন নেতৃত্ব প্রদান করে এবং দলগতভাবে একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসেন। সকল পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলোর মিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সকল সদস্য উপস্থিত হয়ে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এ পর্যন্ত ১৫৩টি গ্রাম মিটিং , ১৫৩টি ওয়ার্ড মিটিং এবং ১৭ টি ইউনিয়ন মিটিং করা হয়েছে। বর্তমানে কোভিড -১৯ এর কারণে সভাগুলো স্থগিত রয়েছে।

পরিপোষক ভাতা

এই কর্মসূচির আওতায় পরিপোষক ভাতা প্রদানের মাধ্যমে হত-দরিদ্র প্রবীণদের কিছুটা হলেও আর্থিক সহায়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে। কোন কোন অসহায় প্রবীণদের জন্য মাসিক ৫০০/- টাকা তার পরিবারের আহারের অন্যতম উৎস। এ পর্যন্ত সংস্থা প্রতিমাসে ৫০ জন প্রবীণের প্রত্যেককে ৫০০/- করে মোট ৫৭১ জনকে ৫,৬২,০০০/- ভাতা প্রদান করে।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা

জ্ঞান,অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রবীণ ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মাননা সনদপত্র ছাড়া ও এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ০৯ জনকে প্রবীণ সম্মননা প্রদান করা হয়। প্রবীণ ব্যক্তিদের পাশাপাশি নবীনদের মাঝে প্রবীণদের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পর্কে করণীয় বিষয়ক উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে নবীনদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ০৬ জনকে নবীন সম্মননা প্রদান করা হয়।

প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

অসহায় প্রবীণরা যাতে মানবেতর জীবন-যাপন করতে না হয়, সেই জন্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদেরকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়। দুস্থ, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে ৯০ জনকে কম্বল, ১০ জনকে ছাতা, ৪০ জনকে চাদর, ৪০ জনকে লাঠি, ১০ জনকে কমোড চেয়ার এবং ১ জনকে হুইল চেয়ার প্রভৃতি সহায়ক সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রবীণ ব্যক্তিদের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। বিশেষ ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে আশ্রয়হীন প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সেবা দিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বাড়িতে ভরণ-পোষণ প্রদানের মাধ্যমে নিজ ভূমি নিবাস এর ব্যবস্থা করা।

প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবা

অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের চিকিৎসা সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয় যাতে কোন প্রবীণ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়। এ পর্যন্ত ৪ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১২৭ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রবীণ স্যাটেলাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রবীণদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ২০০জনের বেশি বয়স্ক রোগীর বিনা মূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য পরিদর্শক দ্বারা প্রতিনিয়ত তাদের শারীরিক অবস্থার মনিটরিং করা হয়।

প্রবীণদের জন্য ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ

প্রবীণ উপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬০ জনকে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

দিবস উদযাপন

প্রবীণ দিবস উদযাপনের জন্য বর্নাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রবীণরা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ নিয়ে প্রতি বছর দিবসটি উদযাপন করেন। প্রবীণরা তাদের অতীত ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। দিবসটিতে অনেকে স্বরচিত ও পুরানো দিনের গান শুনান। দিবসটি উপলক্ষ্যে যেন প্রবীণদের এ মিলন মেলার রূপান্তর ঘটে।

একজন বুলু বেগম

লোকমুখে একজন অসহায় নারীর খোঁজ পাওয়া গেল। ওই নারীর সন্ধানে প্রবীণ কর্মসূচীর প্রোগ্রাম অফিসার তাঁর বাড়িতে ছুটে যান। ওই খানে তাঁকে পাওয়া যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি হাজী রুহুল আমিন হাওলাদারের বাড়িতে। গিয়ে দেখা গেল একজন বৃদ্ধা মহিলা একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে বসে আছেন। শুরুতে জানতে চাইলাম আপনার পরিচয় ? তিনি বললেন, বুলু বেগম, বয়স- ৮১ বছর,স্বামী- মৃত. আব্দুর রাজ্জাক, দাহন বকাউল বাড়ি, গ্রাম+পোঃ নারায়ণপুর, উপজেলা- মতলব দক্ষিণ, জেলা- চাঁদপুর। জানতে চাইলাম তার জীবনের গল্প? তিন সন্তানের জননী তিনি। দিনমজুর স্বামীর উপার্জনে মোটামুটি ভালোই চলছিল তার সংসার। অভাব অনটন থাকলেও হাসি-খুশি ছিল তাদের সংসার। হঠাৎ তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। তারপরই নেমে আসে বুলু বেগমের জীবনে অন্ধকার এক ছায়া। ততদিনে বুলু বেগমের ছেলেরা বড় হয়ে গেছেন। বড় দুই ছেলে বিয়ে করে সংসার শুরু করেছেন। বড় ছেলে স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন। মায়ের কোন খোঁজ খবর নেন না। ছোট ছেলে প্রয়োজনের তাগিদে কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যান। এই সুযোগে মেঝো ছেলে তার দাদার কাছ থেকে সকল সম্পত্তি তার নিজেরে নামে লিখিয়ে নেন এবং মা বুলু বেগমের ভরণ-পোষণ করতে অস্বীকৃতি প্রদান করে ও বুলু বেগমকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। বুলু বেগম কোন উপায় না পেয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে শুরু করেন। একটু আশ্রয় ও একমুঠো খাবারের জন্য। এভাবে কয়েকটি মাস কেটে যায়। বুলু বেগমের স্থান হয় মানুষের বাড়ির আঙিনায় অথবা কারো গোয়াল ঘরে। অবশেষে একই গ্রামের হাজী রুহুল আমিন বুলু বেগমকে আশ্রয় দেন তার নিজ বাড়িতে এবং ছোট একটি ঘরও তুলে দেন। এরই মধ্যে বুলু বেগমের কাছে খবর আসে তার ছোট ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে। এভাবেই খেয়ে না খেয়ে বুলু বেগমের দিন চলতে লাগলো। এই কথা গুলো বলতে বলতে বুলু বেগমের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। তারপর অসুস্থ বুলু বেগমকে স্বান্তনা দিয়ে প্রবীণ কর্মসূচীর আওতায় মাসিক ৬০০/- (ছয়শত) টাকা হারে পরিপোষক ভাতার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রতিমাসে একবার করে হলেও সমৃদ্ধি কর্মসূচীর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের ডাক্তারের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ দেয়া হয়। পরিপোষক ভাতার আওতায় আসায় বুলু বেগম পূর্বের তুলনায় কিছুটা হলেও ভালো আছেন। বুলু বেগমের ন্যায় অনেক বুলু বেগম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খাদেরগাঁও ইউনিয়নে। যাদেরকে আমরা পরিপোষক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি।

একটি হুইল চেয়ার ও আলফাজ উদ্দিন

গোয়ালগাভা গ্রামের বসিন্দা আলফাজ উদ্দিন পিতা মরহুম মহর আলী প্রধান। পেশায় কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। দুই ছেলে, দুই মেয়ে ও গৃহিনীকে নিয়ে বেশ হাসি -খুশি ও প্রানবন্ত সংসার ছিল। ২০১১ সালে আলফাজ মিয়ার জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার ছেলে মেয়েরা বায়না ধরে গাছ থেকে তেতুঁল পেড়ে খাওয়াতে। আলফাজ মিয়া সন্তানদের আবদার মেটাতে গাছ থেকে তেতুঁল পাড়তে উঠেন। হঠাৎ গাছ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আলফাজ, মুমূর্ষ অবস্থায় আলফাজ মিয়াকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। কিছুক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা যায় তার দুই পা ও মেরুদন্ডের হাড় ভেঙ্গে গেছে তার সঙ্গে আলফাজ মিয়ার সকল স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। আলফাজ মিয়ার চিকিৎসা ব্যায় মিটানোর জন্য বিক্রি করে দিতে হয় সকল ফসলের জমি। এ কথাগুলো বলতে বলতে আলফাজ একটু দীর্ঘ শ্বাস নেন এবং বলেন আমার চিকিৎসার ব্যয় হয়েছিল প্রায় দশ লক্ষ টাকার মতো। আলফাজ বলেন দিন-মজুর সন্তানদের পক্ষে সম্ভব নয় আমাকে হুইল চেয়ার কিনে দেওয়া, তাই তাকে শুয়ে থেকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এখনও প্রতিদিন ঔষধ খেতে হয় যা ক্রয় আমার সন্তানদের পক্ষে কষ্ট সাধ্য। তার কথাগুলো শুনে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও আধুনিক হুইল চেয়ার দেওয়া হয়। হুইল চেয়ারটি পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। আবেগ প্রবন হয়ে আলফাজ উদ্দিন বলেন এখন আমি মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করতে পারব। মসজিদ ও দোকানে যেতে এবং সবার সাথে দেখা ও কথা বলতে পারব এই বলে অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়েন। এই হুইল চেয়ারটি যেন আমাকে নতুন জীবন দান করেছে।

মুজিব বর্ষ উদযাপন

বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২০২১ কে "মুজিব বর্ষ" ঘোষনা করেছে এবং স্বচ্ছ-নিরবচ্ছিন্ন টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণ উদ্যোগ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচিসহ উন্নয়নে যুবসমাজ কার্যক্রমের যুব সদস্যদেরকে নিয়ে জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় যুবরা পড়া লেখা থেকে দূরে সরে যায়। এছাড়া যুব ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সভা এবং সামাজিক কাজ স্থিমিত হয়ে যাওয়ায় যুবদের মধ্যে মোবাইল নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। ফলে যুবসমাজের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায়। এই সময় ছিলনা কোনো অংশগ্রহনমূলক প্রতিযোগিতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যখন বিভিন্ন বিষয়ের (কবিতা লেখা, প্রবন্ধ/ গল্প রচনা, ছবি আঁকা, সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান) উপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় তখন এলাকায় যুবদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। দীর্ঘ দিন কোনো অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতা না থাকায় যুবরা ব্যাপক উৎসাহ - উদ্দীপনা নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন। এ প্রতিযোগিতায় কবিতা লেখা -২২ জন, প্রবন্ধ লেখা - ১১জন, গল্প রচনা -১৬ জন, ছবি আঁকা - ১৪জন, এবং সামাজিক কাজ যৌথ - ১০জন অংশগ্রহন করেন। বিষয় অনুযায়ী প্রতিযোগিদের কাছ থেকে লেখা পাওয়ার পর কমিটি গঠন করে যাচাই-বাচাই করে বিজয়ীদের চুড়ান্ত তালিকা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত যুবদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের (কবিতা লেখা, প্রবন্ধ/ গল্প রচনা, ছবি আঁকা, সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান) উপর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নামের তালিকা।

ক্র.নং	ক্যাটাগরির নাম	প্রতিযোগীর নাম	মোবাইল নম্বর	ঠিকানা
০১	কবিতা লেখা	মিস হাবিবা	০১৮২৯৫৩১৫৬৩	৬ নং ওয়ার্ড, নাগদা, বকাউল বাড়ি, খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর।
		সীমা আক্তার	০১৮৮৫২৩৯৫৩৮	১ নং ওয়ার্ড, মাছুয়াখাল, মোবারক মেম্বার বাড়ি, খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর।
০২	প্রবন্ধ রচনা	শামীমা আক্তার সাথী	০১৮৬৬০৭৯৯১৬	১ নং ওয়ার্ড, মাছুয়াখাল, খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর।
	গল্প রচনা	তামান্না আক্তার	০১৮৭০৭৯৩৩০৭	৫ নং ওয়ার্ড, নাগদা, মজুমদার বাড়ি, খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর।
০৩	ছবি আঁকা	সামিয়া নুর	০১৮৫৫৮৯২৭৭৪	৪ নং ওয়ার্ড, বেলুতি, ঢালী বাড়ি, খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর।
		মাসপিকা আক্তার	০১৬৪৬৫২৯৪৬৮	৯ নং ওয়ার্ড, ভানুরপাড়, কামার বাড়ি, খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর।
০৪	সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান	মোঃ ইমরুল কায়েস (দলীয়)	০১৩১০৭১১১৯৯	৪ নং ওয়ার্ড, বেলুতি, মজিদ প্রঃ বাড়ি,
		মোঃ কামরুল হাওলাদার (দলীয়)	০১৬৯০০৯০১৭৬	৮ নং ওয়ার্ড, নারায়নপুর, হাওলাদার বাড়ি, খাদেরগাঁও, মতলব (দঃ), চাঁদপুর।

বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মিস হাবিবা

তুমি মহান স্বাধীনতার স্থপতি
বাঙ্গালী জাতির অহংকার,
তুমি মোদের আস্থার প্রতীক ।
নেতা বিশ্ব মানবতার,
তুমি কোটি মানুষের প্রানের স্পন্দন
মহান স্বাধীনতার মহা নায়ক,
তাই তো তোমার নামে কবিতা লিখি-
গান গেয়ে যায় গায়ক ।
তোমার কবিতার অমর বানীতে-
সে দিন গর্জে উঠেছিল বাঙ্গালী,
দেশ স্বাধীন করে ঘরে ফিরে ছিল-
লক্ষ কোটি স্বাধীনতা- কাঙ্গালী ।
তোমার জনপ্রিয়তা ছিল গগন চুম্বি-
দেশ গড়ার স্বপ্ন ছিল দু' চোখ ভরা,
নরপশুরা তোমায় বাঁচতে দিল না-
করল এই পৃথিবী ছাড়া ।
জনতার লাগি জেল-জুলুম, অত্যাচার-
সহ্য করেছ জীবন ভর,
অকালে প্রাণ দিলে তবু ও-
মনে একটু ও হয়নি ডর ।
তুমি ইতিহাসের এক অনন্য নাম,
বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ।
যতদিন রবে সোনার বাংলা
থাকবে ইতিহাসের পাতায়,
রবে তুমি সারাজীবন -
মুজিব মোদের চেতনায় ।

মুজিব আয় ঘরে ফিরে আয়

সীমা আক্তার

ও হে মুজিব,
দেশটাকে তুমি করিলা সজিব ।
তোমাকে পেয়ে ধন্য দেশ,
ধন্য এ মাটি ।
জানিনা কী মানব তুমি,
রাঙ্গিয়ে দিয়েছ এই ভূমি ।
তোমার জন্য পেয়েছি সোনার দেশ ।
পেয়েছি স্বাধীনতা ।
স্মরণে রাখিবো তোমায় কখনো ভুলিবনা ।
এ দেশে জন্ম তোমার শেখ মুজিবুর রহমান ।
তাই তো এ দেশে তোমার অসীম অবদান ।
ভাষা আন্দোলনে ছিলে অন্যতম নেতা,
তাই তো মোরা বলতে পারি বাংলা ভাষায় কথা ।
ছয় দফা আন্দোলনে তুমি ছিলে আগে,
অনেক বার জেলে গেছো পাকিস্তানের রাগে ।
৬৯ এ তোমার ডাকে মহান আন্দোলন,
আন্দোলনের জোয়ার দেখে জাগলো ত্রিভুবন ।
৭১ এর ৭ই মার্চে এমন ভাষন দিলে ।
সেই ভাষনে চমকে গেলো পাকিস্তানের দিলে ।
তোমার হুকুম পেয়ে তখন বাংলার জনগন,
স্বাধীনতার যুদ্ধে নামে জীবন মরন পণ ।
এই বাংলার সবার তরে, নিজের জীবন তুচ্ছ করে,
এনে দিলে শান্তি সুখের প্রিয় স্বাধীনতা ।
স্মৃতির পাতায় আছে লেখা মুজিব তোমার কথা,
জন্মভূমি- বঙ্গভূমি বাংলা আমার মা,
তুমি ছাড়া এই বাংলা আমরা পেতাম না ।
দেশকে নিয়ে দেখতে তুমি স্বপ্ন নয়নভর,
এই বাংলা হবেই সৌন্দর্য নগর ।
ছিড়লো শিকল জেতলো স্বদেশ স্বাধীনতা যার নাম ।
ও হে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।
যুগে যুগে তোমার স্মৃতি সবাই বিশ্ব বহমান ।
আমরা বাঙ্গালি যতদিন বেঁচে রবো এ বাংলায় ।
স্বাধীন বাংলা ডাকবে : মুজিব আয় ঘরে ফিরে আয় ।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা

শামীমা আক্তার সাথী

ভূমিকা ঃ বেগম সুফিয়া কামাল বলেছেন-

"দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দূর্জয়ে করে জয়
তাহাদের পরিচয় লিখে রাখে মহাকাল ।।"

বাংলাদেশ নামক ছোট্ট এ দেশটির সমগ্র ইতিহাস জুড়ে যে নামটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্তিমান, যে নামটি বাঙ্গালির সমগ্র আশা প্রত্যাশার প্রতীক হয়ে আজও অম্লান, বাংলাদেশের সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় যে নামটি ছিল অগ্রনায়ক সে নামটি হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । ১৯৭১ সালে যার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে তৎকালীন বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে আনে লাল সবুজ পতাকা, পৃথিবীর বুকে অঙ্কিত করে বাংলাদেশ নামক ছোট্ট একটি দেশের মানচিত্র তিনিই হলেন বাঙ্গালির প্রানপ্রিয় নেতা মুজিবুর রহমান । বাঙ্গালির কাছে মুজিব মানে-

" মুজিব মানে আর কিছু নয়
মুজিব মানে শক্তি
গর্বিত শির বাঙ্গালীর
চিরকালের ভক্তি ।"

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ঃ ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর থেকেই বাড়তে থাকে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, বঞ্চনার কালো মেঘকে সরিয়ে দিয়ে ধ্রুবতারা মতো আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । উদাত্তকণ্ঠে তিনি বাঙ্গালিকে আহ্বান জানান মুক্তিসংগ্রামে । কবির ভাষায় ঃ

হাজার বছর বন্দি থেকে শিকল ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখে
সাতই মার্চ একাত্তরে ডাক দিলো কে এমন সুরে
রক্ত দিয়েছি আরো দেবো
মুক্তিসনদ ছিনিয়ে নেবো ।

তার ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিসংগ্রামে । নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জয়ী হয় বীরবাঙ্গালি । ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা । নতুন প্রতিষ্ঠিত দেশ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী সৈনিকের মতো দেশের শাসনভার গ্রহন করেন বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । পাকিস্তানীদের শৃখল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে বাঙ্গালিদের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন । তাই বাঙ্গালির কাছে স্বাধীনতা মানে বঙ্গবন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙ্গা পোষ্টার বঙ্গবন্ধু শিক্ষা, স্বাস্থ্য , কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি ।

সকল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যান । বিশ্বের কাছে প্রমান করে দেন যে বাঙ্গালি কখনো হারতে শেখেনি-

বাঙ্গালির সন্তান
বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে
দেয়নিকো সম্মান ।।

ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে থাকে উন্নয়নের রোল মডেল । উন্নয়নের অভিযাত্রায় পা রাখে বাংলাদেশ । যুদ্ধ বিধবস্ত দেশকে গড়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ হাতে তুলে নেন জাতির পিতা । সোনার বাংলা নির্মাণে অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রোল মডেল ।

শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইংরেজী প্রবাদে আছে - অর্থাৎ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড । তাইতো বাঙ্গালি জাতির মেরুদন্ডকে দৃঢ় করে তুলতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন । পাকিস্তান শাসন কালে বাঙ্গালিদের নিরক্ষর ও দাস করে রাখতে দেশ গড়ার মূল কারিগর শিক্ষকদের দেওয়া হতো সামান্য পরিমান বেতন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ে তুলতে প্রথমেই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন । কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে "সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই " । আর সুশিক্ষাই পারে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীকে সোনার মানুষ করতে । বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেওয়া ভাষণেই তার শিক্ষা ভাবনার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি বলেন - " শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না ।" তিনি ১৯৭৪ সালে এক মহিলা সম্মেলনে বলেন- " শিখলেই শিক্ষিত হয়না সত্যিকারের আলোক প্রাপ্ত হতে হবে ।"

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহন করেই জাতির জনক যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেগুলো হলোঃ

১ । প্রায় ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও কয়েক লাখ শিক্ষককে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান ।

২ । ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বহু কলেজ, মাদ্রাসা তৈরি ।

৩ । ১৯৬২ সালে আয়ুব প্রনীত কালো আইন বাতিল ।

৪ । ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদা- শিক্ষা কমিশন গঠন ।

৫ । সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার প্রবর্তন ।

৬ । নারীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ ।

৭ । বয়স্ক শিক্ষাসহ ৫ বছর বয়সী শিশু শিক্ষায় "ক্রাশ প্রোগ্রাম" গ্রহণ ।

৮ । অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ।

৯ । শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থাভাব যাতে প্রভাব না ফেলে সেজন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন ইত্যাদি ।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা আলোকবর্তিকা স্বরূপ । বাঙ্গালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের নায়ক । তাইতো বাঙ্গালির স্বপ্নপূরণে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে করেছিলেন হাতিয়ার । আজ বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই । কিন্তু তার যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সেই হাতিয়ার শিক্ষাকেই করেছেন সাফল্যম-িত । বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনাকে দিয়েছেন নতুন রূপ ।

স্বাস্থ্য সমৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধু ঃ স্বাস্থ্যই সম্পদ । স্বাস্থ্যবান নাগরিকই হলো একটি দেশের প্রকৃত সম্পদ । কিন্তু পাকিস্তান শাসনামলে বাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । মহামারি , দূর্ভোগ, অনাহার ইত্যাদির কারণে সারা বাংলা জুড়ে ছিল হাহাকার আর আর্তনাদ । তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরই বাংলার বন্ধু শেখ মুজিব স্বাস্থ্য খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন । তার হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয় । তিনি সংবিধানের মৌলিক অধিকারে স্বাস্থ্যকে সংযোজন করেন । তিনি চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদাপ্রদান, পুষ্টি পরিষদ গঠন, গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, গবেষণার জন্য মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স সার্জন প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল কলেজে সাবস্পেশালিষ্ট সাবজেক্ট প্রবর্তন সহ নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন ।

এভাবে বঙ্গবন্ধু স্বাস্থ্যবান নাগরিকের স্বাস্থ্যবান বাংলাদেশ গড়ে তোলেন ।

কৃষিখাতে বঙ্গবন্ধু ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভেবেছেন বাংলার অর্থনীতির মেরুদন্ড কৃষির কথা, কারণ তিনি জানতেন-

"সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশ মাতারই মুক্তকামী দেশের আনে আশা"

কৃষকরা হচ্ছে সেই বীর সেনা যারা খাবার তুলে দেন দেশের সমস্ত জনগোষ্ঠীর মুখে । কিন্তু পাকিস্তান শাসনামল ও ইংরেজ শাসনামল বাংলার কৃষকদের করে দিয়েছিল সর্বস্বান্ত । যারা হাসিমুখে করে সমস্ত জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভার কাধে তুলে নেন তাদের জীবনেই নেমে আসে দুর্ভিক্ষ । বঙ্গবন্ধু তরুন বয়সেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাংলার কৃষকদের দুর্দশা । ১৯৭০ সালের ভাষনে কৃষকদের দুর্দশার কথা বলেন । তিনি বলেন - " এ যাবৎ বাংলার সোনালি আশ পাট ও তার চাষীদের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন

করা হয়েছে । বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার কৃষকদের সকল খাজনা মওকুফ করার পাশাপাশি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বন্টন করেন । তিনি বিএডিসির মাধ্যমে ভর্তুকি দিয়ে সার ও কৃষিযন্ত্র বিতরণ করেন । ১৯৭৩ সালে তিনি কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কে আইনগত কাঠামো দান করেন । রবি ঠাকুর বলেছিলেন ঃ " আজ শুধু চাষীর চাষ করিবার দিন নয় আজ তার সঙ্গে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হবে " । বঙ্গবন্ধু কবিগুরুর সেই কথা স্মরণে রেখেই বাংলায় এনেছিলেন কৃষি, গবেষণার বৈপ্লবিক জোয়ার ।

শিপ্ল ও বাণিজ্যে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ঃ মুজিববর্ষের এই দিনে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৪৯ বছর পর যখন আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান তখন এটা অনুমান করা দুষ্কর যে স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কতটা দুরবস্থা ও দুর্দশাগ্রস্থ ছিল । স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার যখন শূন্য তখনই রাষ্ট্রের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধু । মাত্র সাড়ে তিনবছরের শাসনে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যে বঙ্গবন্ধু যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তা এক আশ্চর্য অগ্রযাত্রার কাহিনী । পাট শিল্পের, চা ও চামড়া শিল্প জাতীয় করণ, বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করেন । তিনি শুধু একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে রেখে গেছেন অর্থনৈতিক দর্শন । শিল্প বিকাশে নয়া উদ্যোগ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রনোদনা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি জীবন্ত করে তোলেন এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বঙ্গবন্ধু ঃ যুদ্ধবিধ্বস্থ একটি দেশ । চারদিকে শুধু ধ্বংসস্থপ আর স্বজন হারানোর আর্তনাদ তখনই বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হন বঙ্গবন্ধু । যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তিনি খাদ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন । ১৯৭৩ সালে জাপান বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যমুনা সেতু নির্মানের সূচনা করেন তিনি । বাংলাদেশের উন্নয়নে জল, স্থল, ও আকাশ তিন ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটান । তিনি ভারতের সাথে মৈত্রীচুক্তি, সীমান্ত চুক্তি, আকাশপথ চুক্তি এবং আলোচনার মাধ্যমে ছিটমল আদায় করেন । রাশিয়ার সাহায্যে চট্টগ্রামকে মাইনমুক্ত করে জল যোগাযোগ নিশ্চিত করেন । যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক পুল কালর্ভাট ইত্যাদি পুনর্নির্মাণ করেন । এভাবে বঙ্গবন্ধু বিধ্বস্ত একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করে তোলেন । বেতবুনিয়া উপগ্রহ স্থাপন করে যোগাযোগকে আরো সমৃদ্ধ করেন ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাত ঃ স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বঙ্গবন্ধু জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে আর্ন্তজাতিক তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট ৫টি গ্যাসক্ষেত্রে ক্রয় করে ৪.৫ রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করেন । জাতির পিতা প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাতে ১২% বিনিয়োগ করেন । ১৯৭২ সালে তিনি আরইবিকে পল্লী বিদ্যুতায়নের নির্দেশ দেন । এভাবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতে সাফল্য অর্জন করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ।

প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি ঃ বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ সালে দেশের মাটিতে পা রেখেই জানিয়ে দেন- সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো প্রতি বৈরী মনোভাব নয় " এই পররাষ্ট্র নীতিতেই গড়ে উঠবে স্বাধীন বাংলাদেশ । প্রথম তিন মাসেই বাংলাদেশ রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ ৬৩ টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে । পাকিস্তান স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় । দুই বছরের মধ্যে । মাত্র দুইবছরে বাংলাদেশকে বিশ্বের ১২১টি দেশ স্বীকৃতি দেয় । স্বাধীন বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু নতুন করে গড়ে তোলেন । ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারে দেন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত । ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল তিনি নৌ সেনা ও বিমান বাহিনী গঠন করেন । বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি তখনকার সময়ের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান মিগ ২১ ক্রয় করেছিলেন । রাষ্ট্রীয় প্রটোকলে তিনি সেনাবাহিনীকে উর্দ্ধে স্থান দেন । এভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের মর্যাদাবান দেশে তিনি গড়ে তোলেন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও মর্যাদাবান পররাষ্ট্রনীতি ।

যুবদের কর্মসংস্থানে বঙ্গবন্ধু ঃ জাতির পিতার স্বপ্নপূরণে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ দেশের তরুন ও যুবকরাই স্বাধীন করেছিল বাংলাদেশ । ফিরিয়ে এনেছিলো বিজয়ের হাসি । তাই যুব কর্মসংস্থানে বঙ্গবন্ধু সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । তিনি যুবকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তন করেন । প্রবাসী যুবকদের কর্মসংস্থানের প্রসারে বিভিন্ন দেশে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করেন । স্বাধীনতার পর পাট ও চিনিকল জাতীয়করন করে বহু যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন । শিল্প কারখানাগুলো সম্প্রসারনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের আরো প্রসার ঘটান ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ঃ পৃথিবীকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি । এটি বর্তমান মানব সভ্যতায় অনন্য এক হাতিয়ার । তাই বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপন করেন । তার প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে ১৪ জুন স্থাপন করেন বেতবুনিয়া উপগ্রহ । এছাড়াও বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারে তিনি প্রযুক্তি শিক্ষা প্রবর্তন করেন । বেতবুনিয়া উপগ্রহের মাধ্যমে ১১টি দেশের সঙ্গে কমিউনিকেশন ফ্যাক্স , টেলেক্স ইত্যাদি আদান প্রদান করা হয় । প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আধুনিক রূপ আজকের বাংলাদেশ ।

উপসংহার ঃ মুজিবুর রহমান ঐ নামে যেন সুভিয়াসের আগ্নেয়গিরি । বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকালে যখন বিশেষজ্ঞরা ধারণা করে অনাহারে মারা যাবে ৫০ লক্ষ বাঙ্গালি, যখন স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা নিয়েও বিশ্ববাসীর সন্দেহ তৈরী হয় । তখন জাতির পিতা সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে গড়ে তোলেন এক মর্যাদাপূর্ন দেশ বিশ্বে যে দেশটি পরিচিত হয় বাংলাদেশ নামে । সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়নের অভিযাত্রা কখনো থেমে থাকেনি । বঙ্গবন্ধু দেখিয়ে দিয়েছেন । বাঙ্গালি কখনো মাথা নত করতে শেখেনি-

সাবাস বাংলাদেশ
ঐ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয় ।

আজ বঙ্গবন্ধু নেই , কিন্তু বাংলার আকাশে বাতাসে মিশে আছে তার স্বপ্ন । যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবেন বঙ্গবন্ধু । আজ বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন ষোলো কোটি বাঙ্গালির মধ্যে । বাংলার ইতিহাসে তিনি চির অম্লান ।

যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান
দিকে দিকে আজ অশ্রুগাঙ্গা রক্ত গঙ্গা বহমান
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান ।।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

তামান্না আক্তার

এক অজপাড়া গাঁ । গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহন করেন খোকা নামে একটি শিশু । শিশু থেকে দূরন্ত কৈশোর । কালক্রমে এই খোকা হয়ে ওঠেন বাংলার মহানায়ক । শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী মানব দরদী এবং পরোপকারী । তিনি আর কেউ নন । তিনি শেখ মুজিবুর রহমান । তিনিই বঙ্গবন্ধু ।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্ম নেয়া শিশুটি খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পিছনে যে ইতিহাস রেখেছে তার অদম্য নেতৃত্ব আর ত্যাগ । প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এ বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙ্গালি জাতিকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করা, ক্ষুধা দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা । কেউ কি ভেবেছিল শেখ পরিবারের আদরের ছোট ছেলে খোকা একদিন বিশ্বনন্দিত নেতা হবেন ? অথবা নির্যাতিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ত্রাণকর্তা গভীর দেশপ্রেম সীমাহীন আত্মত্যাগ ও অতুলনীয় নেতৃত্বে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙ্গালীর অবিসংবাদিত নেতা । তার বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বে একটি দেশ স্বাধীন হয়েছে । বাংলার শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে নেতৃত্বের জন্য জনগন তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন । বাংঙ্গালির স্বাধীনতা অর্জনে তার সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা, জেল জুলুম, নির্যাতন , কারাবন্দির কারনে ইতিহাসে তাকে জাতির পিতা অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়েছে ।

বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়ার চিরায়ত গ্রামীন সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি- কান্না, আবেগ অনুভূতি শিশুকাল থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন । গ্রামের মাটি আর মানুষ তাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করত । শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা পীড়ন দেখে চরমভাবে ব্যথিত হতেন । গ্রামের হিন্দু, মুসলমানদের সম্মিলিত সম্প্রীতির সামাজিক আবহে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িক চেতনার । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন বাঙ্গালি, অবাঙ্গালি, হিন্দু, মুসলমান সবাই আমাদের ভাই তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পুরোধা ব্যক্তিত্ব । বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা । জনসাধারনের কাছে তিনি শেখ মুজিব ও শেখ সাহেব হিসেবে বেশী পরিচিত এবং তার উপাধি বঙ্গবন্ধু । শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালি ও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ে কালজয়ী নাম । বিশ্ব বাঙ্গালীর গর্ব । মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব । তিনি বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির নির্মাতা । দীর্ঘ আন্দোলন- সংগ্রাম এবং সীমাহীন ত্যাগ তিতীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙ্গালি জাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন । তিনি বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটে বেরিয়ে বাঙ্গালির কাছে পৌছে দেন পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার মন্ত্র । সে মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে স্বাধীন দেশে পরিনত হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ঃ- সমাজ ও রাজনীতি 'নেতা ' বা নায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারেন অনেকেই । মাঝে মাঝে অসাধারণ কারিশমা সম্পন্নরা বড় নেতা অথবা মহানায়কের আখ্যায় ও ভূষিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন । তবে তারা প্রায় সবাই সমসাময়িক কালের নেতা, চলতি পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষাপট এর নায়ক । কিন্তু ইতিহাসের নায়ক হওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ সব কালে, সব যুগে সৃষ্টি হয় না । যুগে যুগান্তরের পরিক্রমায় হাতে গোনা এক আধ জনই কেবল ইতিহাসের নায়ক হয়ে উঠতে পারেন । ইতিহাস তার আপন তাগিদেই নায়কের উদ্ভব ঘটায় । আর সেই নায়ক'ই হয়ে ওঠেন ইতিহাস রচনার প্রধান কারিগর ও স্থপতি । বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই একজন কালজয়ী পুরুষ ।

কিশোর বয়সেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন । কৈশোরে তার রাজনীতির দীক্ষাগুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী । ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ অধ্যয়নকালে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক সহ তৎকালীন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতার সান্নিধ্যে আসেন । ওই সময় থেকেই নিজেকে ছাত্র

যুবনেতা হিসেবে রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেন । যোগ দেন আওয়ামী মুসলিম লীগে , যা পরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে আওয়ামী লীগ নাম নেয় ।

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ব্রিটিশ বিরোধী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন । এরপর শুরু হয় তার আজীবন সংগ্রামের অভিযাত্রা । তিনি তার ব্যক্তিজীবনের এক চতুর্থাংশ ১২ বছর ১০ মাস কারাগারে বন্দি ছিলেন ।

ইতিহাসের পাতায় পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরপরই ঢাকায় নতুন রাজনৈতিক চিন্তাা চেতনা নিয়ে ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ গঠন করেন শেখ মুজিবুর রহমান ।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙ্গালির অদ্বিতীয় নেতা । ১৯৬৯ এর ঐতিহাসিক গন অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ছাত্র জনতা তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয় । ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার পক্ষে জানায় অকুণ্ঠ সমর্থন । ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়ের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিব বাঙ্গালি জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিনত হন । বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর নাম চির ভাস্বর । ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে তার ঐতিহাসিক ভাষণ-

" এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম "

এই ভাষণটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙ্গালি জাতির ওপরে পাকিস্তানি সৈন্যরাা ঝাঁপিয়ে পড়ে । তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে । গ্রেফতারের পূর্বে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে ওয়্যারলেসযোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতাা ঘোষণা করেন । ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় । যুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন । তাঁকে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা এবং কবর পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছিল পাকিস্তানে । তিনি বলেছিলেন; আমার লাশ বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দিও । ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান যুদ্ধে পরাজিত হয় । পাকিস্তান সরকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় । তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তান থেকে এসে বাংলার মাটিতে পা রাখেন । ১৯৭২ সালেই তিনি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহন করেন । পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হন । দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসনভার গ্রহন করেন ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক । তারপর ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখতেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যহীন সমৃদ্ধ সোনার বাংলার । অল্প দিনেই তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দূরদর্শী কূটনীতির কারনে দেশের অর্থব্যবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল । বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের জাতির পিতা এ জন্যই পাকিস্তানিরা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালি জাতির নাম মুছে ফেলেছিল । বঙ্গবন্ধু এই লুপ্ত পরিচয় আবার পুন:প্রতিষ্ঠা করেন ।

বঙ্গবন্ধু একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙ্গে অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালি জাতিয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের পুন:প্রতিষ্ঠা ঘটান । বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সময়ে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি ধ্বংস করে দেশটিকে আবার আধা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিবর্তন করে । দেশটিতে শোষন ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাস ঝাঁকিয়ে বসে । বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়ে এখন বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন । তিনি শুধু বাংলাদেশে স্বৈরাচারী সাম্প্রদায়িক শাসন উৎখাত করেননি । গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে এনেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতার মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন ।

বঙ্গবন্ধু তার জীবনজুড়ে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন । তিনি তাঁর ভাষণ বক্তৃতায় দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্র কণ্ঠ জ্বলে উঠেছিল । এমনকি দুর্নীতি বাঁজদের বিরুদ্ধে লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু । কিন্তু দুনীতি বাজদের বিরুদ্ধে লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় তিনি পাননি । বঙ্গবন্ধু আজ নেই । কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের সামনে রয়েছে ।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন নির্ভয়ী আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চিত্তের অধিকারী এবং নিজের আদর্শে অবিচল থাকা একজন মানুষ। বঙ্গবন্ধু জীবনের সবগুলো পৃষ্ঠাই এখন আমরা পড়তে পারি এবং বুঝি তিনি সময়ের বিপরীতে সাঁতার কেটে কেটে সময়কে আয়ত্তে এনেছিলেন; সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ঘৃনা করতেন। শুধু ঘৃনাই করতেন না। একে প্রতিহত ও করেছেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন, বৈষম্যকে শত্রু ভাবতেন, রাজনীতিকদের নির্লোভ নিবেদিত প্রাণ এবং সৎ দেখতে পছন্দ করতেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে জরুরী মনে করতেন। তিনি নারীর স্বাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিতেন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে বিবেচনা করতেন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। এ সবই তিনি নিজের কাজে কর্মে করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। সবক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছিলেন । এ কথা বলা যাবেনা কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে এগুলোর প্রয়োগে তিনি যে সাড়ে তিন বছরের মতো সময় পেয়েছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। দুই শক্তিশালী পরাশক্তি ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধ ছাউনিতে দেশে ও শত্রুরা ঘাপটি মেরে ছিল। যারা ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট এক নির্মম বর্বরতায় তাঁর এবং তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হত্যা করেছিল। তারপর ও একটি ভেঙ্গে পড়া দেশকে তিনি একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। পশ্চিমের অনেক দেশপন্ডি' বাংলাদেশের টিকে থাকাটাই যখন অসম্ভব বলে রায় দিচ্ছিল বঙ্গবন্ধু তখন এর শরীরে শক্তির সঞ্চার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন; শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায় নিরস্ত্র বাঙ্গালির ওপর। তার নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় পিলখানা রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। মধ্যরাতের পর হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পূর্বেই অর্থাৎ ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর স্বাক্ষরিত ঘোষণা বার্তাটি তৎকালীন ইপিআর এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। এরপর চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ ও২৭ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা । সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি করাা হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম । এই সরকারের অধীনেই গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী এবং শুরু হয় পাক সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ৩০ লক্ষ বাঙ্গালির প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে আসে বিজয়।

১৬ই ডিসেম্বর সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে - যেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সেখানেই বাংলাদেশ ভারত মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের নতুন একটি দেশ। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে তার স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতাকে বরণ করতে সেদিন লাখো মানুষের ঢল নামে ঢাকা বিমানবন্দরে। দেশে ফিরেই যুদ্ধ বিধবস্ত দেশ পুনর্গঠনে মনোযোগী হন বঙ্গবন্ধু। দেশ যখন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই আসে আরেকটি আঘাত । ১৯৭৫ সালের ১৫ইং আগষ্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই সময় দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। সদ্য স্বাধীন জাতির জীবন এক অপূরনীয় ক্ষতি নিয়ে আসে এই জঘন্য হত্যাকান্ড, তৈরি হয় রাজনৈতিক শূন্যতা, ব্যাহত হয় গনতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারা।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালির জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত । মৃত্যুতে নিঃশেষ নন এ অবীসংবাদিত নেতা। ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে রয়েছেন। তাঁর আদর্শের মৃত্যু নেই। বঙ্গবন্ধুর যারা উত্তরাধিকারী হবে, তাদের এসবের অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত হতে হবে। তাঁর উত্তরাধিকার সবচেয়ে কার্যকরভাবে ধারণ ও চর্চা করতে পারত তাঁর নিজের দল । কিন্তু এ দলের এক বড় অংশ এখন ব্যস্ত ক্ষমতা ভোগে নানা বিলাসে,

নানা অনৈতিক কান্ডে, তবে আমি নিশ্চিত যারা এখন ও নীরবে বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করে যাচ্ছেন তারা এই উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রস্তুত এবং তারা বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যাশায় সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর কাজকর্মকে নিজের মধ্যে ধারন করে সেটির প্রয়োগ করতে হবে দেশে। বাঙ্গালি জাতির জীবনে যে কয়েকজন মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্টতম পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন তা হচ্ছে : নেতৃত্ব, আদর্শ, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন । এই চারটি জিনিসও বঙ্গবন্ধুর মাঝে প্রবলভাবে বিরাজ করত । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন জীবন অত্যন্ত ক্ষনস্থায়ী । এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন।

বঙ্গবন্ধু সর্বক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োগ দেখিয়ে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি নতুন মানচিত্র দিয়েছেন। বাঙ্গালিদের মানবাধিকার রক্ষায় তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ । তাইতো কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরেপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের পর বলেছিলেন-

আমি হিমালয় দেখিনি
কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি।
ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়'

একটি জাতি একটি স্বাধীন দেশ সৃষ্টির জন্য একটি জাতির মুক্তির জন্য ৪৬৮২ দিন কারাধীন থেকেও নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন, আপোষ করেননি কখনও আদর্শে সেইতো জাতির পিতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তাঁর কাজ তার স্বপ্ন চূড়ান্ত পরিনতি পাবার পূর্বেই ঘটে চরম ছন্দপতন। কিন্তু তার আদর্শকে কোন নিকৃষ্ট শক্তিই ম্লান করে দিতে পারবে না। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে গেলে শান্তি পাবে এই মহামানবের বিদেহি আত্মা, কিছুটা হলে ও পূরণ হবে তার ঋন। আর আমরা আসীন হব জাতি হিসেবে এক উজ্জ্বল আসনে । বঙ্গবন্ধুর বয়ো-া জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি সত্য কথা বলতে ও দ্বিধা করতেন না। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু নিজের কথা বলেছেন 'আমি একটু মুখপোড়া মানুষ, মনে যা আসে এবং তা সত্য হলে মুখের ওপর বলেছি'। এটাই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আসল চরিত্র। ঘুষ, দুর্নীতি, নারীর অবমাননা, ধর্মকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার - এসব অনাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন।

টুঙ্গিপাড়া এই দুরন্ত কিশোর খোকা তার সংগ্রামী চেতনা, ত্যাগ তিতীক্ষা, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর নিষ্ঠার কারনে বাংলার আবাল- বৃদ্ধবনিতার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু হয়েছেন। বাঙ্গালি মুক্তির দিশারি হয়ে তিনি একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখন্ড প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। যার নাম বাংলাদেশ। শুধু তাই নয় আমাদের বঙ্গবন্ধু কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, কালক্রমে এবং শহীদ হওয়ার পর ও তিনি এখন বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত ও দলিত গনমানুষের অবিসংবাদিত নেতা।

'বঙ্গবন্ধু যুগস্রষ্টা, হে মহামানব,
তোমার অমূল্য দান বাঙালির এই দেশ
অনন্তকাল শোনা যাবে
বাঙ্গালির জীবনের জয়গান।
চিরজীবী বাংলাদেশ 'জয় বাংলা, আমার স্লোগান।

করোনা পরিস্থিতি, মোকাবেলায় গ্রহীত পদক্ষেপ

❖ ইউনিয়নে করোনা আক্রান্তের তথ্যঃ এ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) জন আক্রান্ত হয়েছে তারা সবাই সুস্থ্ আছেন।

❖ গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও মার্চের শেষ দিকে করোনা প্রকোপ আকার ধারণ করলে লক ডাউন ঘোষণা করা হয়। সরকারের পাশাপাশি ইউনিয়নে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় । এর অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ইউনিটের মাধ্যমে লিপলেট বিতরণ, মানুষ যাতে ঘরে থাকে, বার বার হাত ধৌত করে, মাস্ক পরে , স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাফেরা করে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ-

- হাঁচি - কাশি দেওয়ার সময় রুমাল ও টিস্যু ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ভ্রমনকারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় ।
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সাবান পানি দিয়ে বার বার হাত ধোয়ার জন্য প্রত্যেকটি খানায় হাত ধোয়ার বোতল স্থাপন করা হয়েছে, যাতে কম খরচে বার বার হাত ধোয়া যায়। এছাড়া কিভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হয় তার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- বয়স্ক ও শিশুদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার জন্য বলা হয়।
- বাড়ির আঙ্গিনার আশেপাশের সব জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।
- ভিটামিন ডি জাতীয় খাবার যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে , ভিটামিন সি জাতীয় খাবার যা ভাইরাস প্রতিকার করতে পারে এ ধরণের খাদ্য গ্রহন করার জন্য বলা হয়।
- স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়। এছাড়া ইনফ্রার্ড থার্মোমিটার ও পালস অক্সিমিটার যন্ত্র দিয়ে এলাকার জনগণকে সেবা প্রদান করা হয়।

সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ছবি

বাজেট

ক্রমিক	অর্থবছর	মোট বাজেট (টাকা)	পিকেএসএফ-এর অংশ (টাকা)	সংস্থার অংশ (টাকা)
১	২০১০-১১			
২	২০১১-১২			
৩	২০১২-১৩			
৪	২০১৩-১৪			
৫	২০১৪-১৫	১৪৯৪৮৩০	১৪২০০৮৯	৭৪৭৪১
৬	২০১৫-১৬	২৩৯৬৮৩০	২০৮৩১৮৬	৩১৩৬৪৪
৭	২০১৬-১৭	৪৩৯২৯৫০	৩৯২০৮১৫	৪৭২১৩৫
৮	২০১৭-১৮	৩০২৭৯৭৫	২৫৪০৫৪০	৪৮৭৪৩৫
৯	২০১৮-১৯	৩৬৮০৭৯০	৩১৬৭৭২২	৫১৩০৬৮
১০	২০১৯-২০	৩৪০৯৯৯০	২৮৯১৫৩২	৫১৮৪৫৮
১১	২০২০-২১	২৫২৭৬৭০	২৫২৭৬৭০	
		২০৯৩১০৩৫	১৮৫৫১৫৫৪	২৩৭৯৪৮১

বাজেট
(জানুয়ারি-ডিসেম্বর/২০২০)

খরচের খাত	বিবরণ		বাজেট		
			জানুয়ারি-জুন/২০২০	জুলাই-ডিসেম্বর/২০২০	মোট
ক) কর্মকর্তা/ কর্মীদের বেতন	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমম্বয়কারী	২০১৩০০	২৩৪৫০০	৪৩৫৮০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১১১৬৩০	১৩০২০০	২৪১৮৩০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	৯৯৪৩০	-	৯৯৪৩০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	৯৯৪৩০	১১৬২০০	২১৫৬৩০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	৭৫০৩০	৮৮২০০	১৬৩২৩০
	:	এমআইএস কর্মকর্তা	৯৯৪৩০	-	৯৯৪৩০
খ) জ্বালানী ও যাতায়াত	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমম্বয়কারী	৭২০০	৭২০০	১৪৪০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	৬০০০	৬০০০	১২০০০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	৬০০০	-	৬০০০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	৬০০০	৬০০০	১২০০০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	৪২০০	৪২০০	৮৪০০

খরচের খাত		বিবরণ	বাজেট		
			জানুয়ারি-জুন/২০২০	জুলাই-ডিসেম্বর/২০২০	মোট
গ) মোবাইল বিল	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	৩০০০	৩০০০	৬০০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	২৪০০	২৪০০	৪৮০০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	২৪০০	-	২৪০০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	২৪০০	২৪০০	৪৮০০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	১৮০০	১৮০০	৩৬০০
	:	এমআইএস কর্মকর্তা	২৪০০	-	২৪০০
ঘ) পরিচালনা ব্যয়	:	শাখা অফিসের ভাড়া	২৪০০০	২৪০০০	৪৮০০০
	:	ছাপা ও মনিহারি*	১২০০০	১২০০০	২৪০০০
	:	বিদ্যুৎ বিল	৬০০০	৬০০০	১২০০০
বেতন ও নিয়মিত ব্যয়	:	শিকদের মাসিক বেতন	৩২৯৪০০	২৫২০০০	৫৮১৪০০
	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	১৮০০০	১৮০০০	৩৬০০০
	:	মাসিক সভা খরচ	৯০০০	৯০০০	১৮০০০
	:	শিাকেন্দ্রের চক খরচ	৩৬০০	৩৬০০	৭২০০
ক) বেতন	:	স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক বেতন	১৯৭৬৪০	২২৬৮০০	৪২৪৪৪০
খ) মাসিক নিয়মিত খরচ	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	৫৪০০	৫৪০০	১০৮০০
	:	মাসিক সভা খরচ	২৭০০	২৭০০	৫৪০০
	:	স্ট্যাটিক কিনিক খরচ	৩০০০	৩০০০	৬০০০
	:	স্যাটেলাইট কিনিক খরচ	৭৯২০০	৩৯৬০০	১১৮৮০০
	:	প্রিন্টিং ও মনিটরিং খরচ	৪৫০০	৪৫০০	৯০০০
গ) স্বাস্থ্য ক্যাম্প	:	ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৪টি ক্যাম্প	৪০০০০	২০০০০	৬০০০০
ঘ) বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প	:	চোখের ছানি অপারেশন	৫০০০০	-	৫০০০০
ঙ) এ্যাপ্রোন	:	স্বাস্য্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	৫০০০	৫০০০	১০০০০

খরচের খাত		বিবরণ	বাজেট		
			জানুয়ারি-জুন/২০২০	জুলাই-ডিসেম্বর/২০২০	মোট
ক) সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	:	প্রশিক্ষণ ইউনিয়নপ্রতি (৩দিন)	২২৫০০	২২৫০০	৪৫০০০
	:	প্রশিক্ষণ ইউনিয়নপ্রতি (২দিন)	১৫০০০	১৫০০০	৩০০০০
	:	ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক (১দিন)	১৭৫০০	৮৭৫০	২৬২৫০
খ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি কার্যক্রম ও দিবস	:	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি	৪০০০০	-	৪০০০০
	:	দিবস উৎযাপন	৫০০০	৫০০০	১০০০০
	:	ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: ইউনিয়প্রতি দ্বি-মাসিক ৯টি	১৩৫০০	৯০০০	২২৫০০
গ) মানব মর্যাদা উন্নয়ন কার্যক্রম	:	ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: ইউনিয়প্রতি দ্বি-মাসিক ৯টি	১৩৫০০	৪৫০০	১৮০০০
	:	ইউনিয়ন/যুব সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৪টি	৫০০০	৫০০০	১০০০০
ঘ) সবজি বীজ বিতরন ও সমৃদ্ধি বাড়ি উন্নয়ন	:	সমৃদ্ধি বাড়ি	-	-	-
	:	ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন	-	-	-

বাজেটের কপি
২০২০-২১

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
www.pksf-bd.org
সমৃদ্ধি কর্মসূচির ২০২০-২১ অর্থবছরের সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের বাজেট

খরচের খাত		বিবরণ	ইউনিট	ইউনিট খরচ	সংখ্যা/ পরিমাণ	মাস/ বার	টাকার পরিমাণ	শতকরা হার	পিকেএসএফ-এর অংশ (টাকা)
সংস্থার নাম:		পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	ইউনিয়নের নাম:	খাদেরগাঁও					১৫০
			প্রাক্কলিত মোট বাজেট						
১		২	৩	৪	৫	৬	৭=(৪*৫*৬)		৮=(৭*%)
১.০: বেতন ও পরিচালনা ব্যয়:									
ক) কর্মকর্তা/কর্মীদের বেতন	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	৩৩৫০০	১	১৩.১	৪৩৮৮৫০	১০০%	৪৩৮৮৫০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	১৮৬০০	১	১৩.১	২৪৩৬৬০		২৪৩৬৬০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১৬৬০০	১	১৩.১	২১৭৪৬০		২১৭৪৬০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	১২৬০০	১	১৩.১	১৬৫০৬০		১৬৫০৬০
		উপমোট: বেতন (ক)					১০৬৫০৩০		১০৬৫০৩০
খ) জ্বালানী ও যাতায়াত	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	১২০০	১	১২	১৪৪০০		১৪৪০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		১২০০০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		১২০০০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	৭০০	১	১২	৮৪০০		৮৪০০
		উপমোট: বেতন (খ)					৪৬৮০০		৪৬৮০০
গ) মোবাইল বিল	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	৫০০	১	১২	৬০০০		৬০০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৪৮০০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৪৮০০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	৩০০	১	১২	৩৬০০		৩৬০০
		উপমোট: বেতন (গ)					১৯২০০		১৯২০০
ঘ) পরিচালনা ব্যয়	:	শাখা অফিসের ভাড়া	শাখা/ইউনিট	৪০০০	১	১২	৪৮০০০		৪৮০০০
	:	ছাপা ও মনিহারি*	শাখা/ইউনিট	২৪০০০	১	১	২৪০০০		২৪০০০
	:	বিদ্যুৎ বিল	শাখা/ইউনিট	১০০০	১	১২	১২০০০		১২০০০
		উপমোট: পরিচালন ব্যয় (ঘ)					৮৪০০০		৮৪০০০
সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের মোট পরিচালন ব্যয় (খ+গ+ঘ)							১৫০০০০		১৫০০০০
২.০ শিক্ষা কার্যক্রম									
বেতন ও নিয়মিত ব্যয়	:	শিক্ষকদের মাসিক বেতন	জন	১২০০	৩০	১৩.১	৪৭১৬০০	১০০%	৪৭১৬০০
	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	জন	১০০	৩০	১২	৩৬০০০		৩৬০০০
	:	মাসিক সভা খরচ	জন	৫০	৩০	১২	১৮০০০		১৮০০০
	:	শিক্ষাকেন্দ্রের চক খরচ	কেন্দ্র	২০	৩০	১২	৭২০০		৭২০০
	:	হাজিরা রেজিস্টার	সংখ্যা	১০০	৩০	১	৩০০০		৩০০০
উপমোট:শিক্ষা কার্যক্রম (ক+খ+গ)						-	৫৩৫৮০০		৫৩৫৮০০
৩.০ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম									
ক) বেতন	:	স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক বেতন	জন	৩৬০০	৯	১৩.১	৪২৪৪৪০	১০০%	৪২৪৪৪০
খ) মাসিক নিয়মিত খরচ	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	জন	১০০	৯	১২	১০৮০০		১০৮০০
	:	মাসিক সভা খরচ	জন	৫০	৯	১২	৫৪০০		৫৪০০
	:	স্ট্যাটিক ক্লিনিক খরচ	শাখা/ইউনিট	৫০০	১	১২	৬০০০		৬০০০
	:	স্যাটেলাইট ক্লিনিক খরচ	শাখা/ইউনিট	৩৩০০	১	২৪	৭৯২০০		৭৯২০০
	:	প্রিন্টিং ও মনিটরিং খরচ	শাখা/ইউনিট	১০০০	৯	১	৯০০০		৯০০০
গ) স্বাস্থ্য ক্যাম্প	:	ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ২টি ক্যাম্প	ইউনিয়ন	২০০০০	১	২	৪০০০০		৪০০০০
ঘ) বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প	:	চোখের ছানি অপারেশন	সংখ্যা	৫০০০০	১	১	৫০০০০		৫০০০০
ঙ) এ্যাপ্রোন	:	স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য সহকারী	সংখ্যা	৫০০	১০	২	১০০০০		১০০০০
উপমোট: স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ)						-	৬৩৪৮৪০		৬৩৪৮৪০
৪.০ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় বরাদ্দ									
ক) সদস্যদের আত্মবৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	:	প্রশিক্ষণ ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ২৫ জন (৩দিন)	জন	৯০০	২৫	১	২২৫০০	১০০%	২২৫০০
	:	প্রশিক্ষণ ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ২৫ জন (২দিন)	জন	৬০০	২৫	১	১৫০০০		১৫০০০
	:	ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৫০ জন (১দিন)	জন	৩৫০	৫০	১	১৭৫০০		১৭৫০০
		উপমোট					৫৫০০০		৫৫০০০
খ) উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম	:	যুব ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৩টি	সংখ্যা	৫০০	৯	৩	১৩৫০০	১০০%	১৩৫০০
	:	যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ২টি	সংখ্যা	২৫০০	১	২	৫০০০		৫০০০
	:	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি	থোক	৪০০০০	১	১	৪০০০০		৪০০০০
	:	দিবস উদযাপন	থোক	১০০০০	১	১	১০০০০		১০০০০
		উপমোট					৬৮৫০০		৬৮৫০০
গ) মানব মর্যাদা উন্নয়ন কার্যক্রম	:	ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৩টি	সংখ্যা	৫০০	৯	৩	১৩৫০০	১০০%	১৩৫০০
	:	ইউনিয়ন সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ২টি	সংখ্যা	২৫০০	১	২	৫০০০		৫০০০
		উপমোট					১৮৫০০		১৮৫০০
উপমোট: অন্যান্য কার্যক্রম (ক+খ+গ)							১৪২০০০		১৪২০০০
সর্বমোট: (১+২+৩+৪)							২৫২৭৬৭০		২৫২৭৬৭০

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

www.pksf-bd.org

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট

ক্র. নং	খরচের খাতসমূহ	ইউনিট খরচ	সংখ্যা/ জন	বার/ মাস	মোট বাজেট (টাকা)	বাজেট বিভাজন (টাকা)	
						সহযোগী সংস্থার অংশ	পিকেএসএফ-এর অংশ
(ক) প্রোগ্রাম অফিসারের বেতন-ভাতা ব্যয় (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ পিকেএসএফ ও জানুয়ারি-জুন ২০২১ সহযোগী সংস্থা):							
১	প্রোগ্রাম অফিসারের বেতন ও ভাতা	২৩০০০	১	১২	২৭৬০০০	১৩৮০০০	১৩৮০০০
২	প্রোগ্রাম অফিসারের উৎসব বোনাস (মাসিক মোট বেতনের ৫০% হারে বছরে ২ টি)	১১৫০০	১	২	২৩০০০	১১৫০০	১১৫০০
৩	প্রোগ্রাম অফিসারের বৈশাখী ভাতা (মাসিক মোট বেতনের ১০% হারে বছরে ১টি)	২৩০০	১	১	২৩০০	১১৫০	১১৫০
৪	প্রোগ্রাম অফিসারের জ্বালানী/যাতায়াত	১২০০	১	১২	১৪৪০০	৭২০০	৭২০০
৫	প্রোগ্রাম অফিসারের মোবাইল বিল	৫০০	১	১২	৬০০০	৩০০০	৩০০০
উপমোট-ক					৩২১৭০০	১৬০৮৫০	১৬০৮৫০
(খ) প্রবীণ পরিপোষক ভাতা ব্যয় (পিকেএসএফ-এর অংশ ৫০% ও সহযোগী সংস্থার অংশ ৫০%) :							
৬	প্রবীণ পরিপোষক ভাতা * (জনপ্রতি মাসিক ৫০০/- টাকা; ইউনিয়নপ্রতি সর্বোচ্চ ১০০ জন)	৫০০	১০০	১২	৬০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
উপমোট-খ					৬০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
(গ) পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয় (পিকেএসএফ-এর অংশ ১০০%) :							
৭	ছাপা ও মনোহারি	৫০০	১	১২	৬০০০	০	৬০০০
৮	ওয়ার্ড প্রবীণ মিটিং-ত্রৈমাসিক (জনপ্রতি ৩০/- হারে প্রতি মিটিং-এ সর্বোচ্চ ২১ জন)	৬৩০	৯	৪	২২৬৮০	০	২২৬৮০
৯	ইউনিয়ন প্রবীণ মিটিং- ষান্মাসিক (জনপ্রতি ৫০/- হারে প্রতি মিটিং-এ সর্বোচ্চ ১১ জন)	৫৫০	১	২	১১০০	০	১১০০
১০	মৃতের সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান-মাসিক গড়ে ৪টি পরিবার (পরিবারপ্রতি এককালীন ২০০০/- টাকা)	২০০০	৪	১২	৯৬০০০	০	৯৬০০০
১১	সামাজিক কেন্দ্রের পরিচালন ব্যয় ** (১টি দৈনিক পত্রিকা, বিদ্যুৎ বিল, ডিস বিল, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য খরচ)	১০০০	১	১২	১২০০০	০	১২০০০
১২	স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় *** (ডাক্তার-এর সম্মানী ২৫০০/- এবং আপ্যায়ন ও অন্যান্য ৮০০/-=৩৩০০/-)	৩৩০০	১	১২	৩৯৬০০	০	৩৯৬০০
উপমোট-গ					১৭৭৩৮০	০	১৭৭৩৮০
সর্বমোট: (ক+খ+গ)					১০৯৯০৮০	৪৬০৮৫০	৬৩৮২৩০

বাজেটের কপি: ২০১৯-২০

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

www.pksf-bd.org

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ২০১৯-২০ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট

সংস্থার নাম:		পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	ইউনিয়নের নাম:	খাদেরগাঁও					১৫০
খরচের খাত		বিবরণ	প্রাক্কলিত মোট বাজেট					শতকরা হার	পিকেএসএফ-এর অংশ (টাকা)
			ইউনিট	ইউনিট খরচ	সংখ্যা/ পরিমাণ	মাস/ বার	টাকার পরিমাণ		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭=(৪*৫*৬)		৯=(৭*%)
১.০: বেতন ও পরিচালনা ব্যয়:									
ক) কর্মকর্তা/কর্মীদের বেতন	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	৩৩০০০	১	১৩.১	৪৩২৩০০		৩৪৫৮৪০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	১৮৩০০	১	১৩.১	২৩৯৭৩০		১৯১৭৮৪
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১৬৩০০	১	১৩.১	২১৩৫৩০		১৭০৮২৪
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১৬৩০০	১	১৩.১	২১৩৫৩০		১৭০৮২৪
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	১২৩০০	১	১৩.১	১৬১১৩০		১২৮৯০৪
	:	এমআইএস কর্মকর্তা	জন	১৬৩০০	১	১৩.১	২১৩৫৩০		১৭০৮২৪
		উপমোট: বেতন (ক)					১৪৭৩৭৫০		১১৭৯০০০
খ) জ্বালানী ও যাতায়াত	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	১২০০	১	১২	১৪৪০০		১১৫২০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	৭০০	১	১২	৮৪০০	৮০%	৬৭২০
		উপমোট: বেতন (খ)					৫৮৮০০		৪৭০৪০
গ) মোবাইল বিল	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	৫০০	১	১২	৬০০০		৪৮০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	৩০০	১	১২	৩৬০০		২৮৮০
	:	এমআইএস কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
		উপমোট: বেতন (গ)					২৮৮০০		২৩০৪০
ঘ) পরিচালনা ব্যয়	:	শাখা অফিসের ভাড়া	শাখা/ইউনিট	৪০০০	১	১২	৪৮০০০		৩৮৪০০
	:	ছাপা ও মনিহারি*	শাখা/ইউনিট	২৪০০০	১	১	২৪০০০		১৯২০০
	:	বিদ্যুৎ বিল	শাখা/ইউনিট	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
		উপমোট: পরিচালন ব্যয় (ঘ)					৮৪০০০		৬৭২০০
		সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের মোট পরিচালন ব্যয় (খ+গ+ঘ)					১৭১৬০০		১৩৭২৮০
২.০ শিক্ষা কার্যক্রম									
বেতন ও নিয়মিত ব্যয়	:	শিক্ষকদের মাসিক বেতন	জন	১৮০০	৩০	১৩	৭০৭৪০০		৬৭২০৩০
	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	জন	১০০	৩০	১২	৩৬০০০		৩৪২০০
	:	মাসিক সভা খরচ	জন	৫০	৩০	১২	১৮০০০	৯৫%	১৭১০০
	:	শিক্ষাকেন্দ্রের চক খরচ	কেন্দ্র	২০	৩০	১২	৭২০০		৬৮৪০
	:	হাজিরা রেজিস্টার	সংখ্যা	১০০	৩০	১	৩০০০		২৮৫০
		উপমোট:শিক্ষা কার্যক্রম (ক+খ+গ)				-	৭৭১৬০০		৭৩৩০২০
৩.০ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম									
ক) বেতন	:	স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক বেতন	জন	৩৬০০	৯	১৩.১	৪২৪৪৪০		৩৩৯৫৫২
খ) মাসিক নিয়মিত খরচ	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	জন	১০০	৯	১২	১০৮০০		৮৬৪০
	:	মাসিক সভা খরচ	জন	৫০	৯	১২	৫৪০০		৪৩২০
	:	স্ট্যাটিক ক্লিনিক খরচ	শাখা/ইউনিট	৫০০	১	১২	৬০০০		৪৮০০
	:	স্যাটেলাইট ক্লিনিক খরচ	শাখা/ইউনিট	৩৩০০	১	৪৮	১৫৮৪০০	৮০%	১২৬৭২০
	:	প্রিন্টিং ও মনিটরিং খরচ	শাখা/ইউনিট	১০০০	৯	১	৯০০০		৭২০০
গ) স্বাস্থ্য ক্যাম্প	:	ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৪টি ক্যাম্প	ইউনিয়ন	২০০০০	১	৪	৮০০০০		৬৪০০০
ঘ) বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প	:	চোখের ছানি অপারেশন	সংখ্যা	৫০০০০	১	১	৫০০০০		৪০০০০
ঙ) এ্যাপ্রোন	:	স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য সহকারী	সংখ্যা	৫০০	১০	২	১০০০০		৮০০০
		উপমোট: স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ)				-	৭৫৪০৪০		৬০৩২৩২
৪.০ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় বরাদ্দ									
ক) সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	:	প্রশিক্ষণ ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৫০ জন (৩দিন)	জন	৯০০	৫০	১	৪৫০০০		৪৫০০০
	:	প্রশিক্ষণ ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৭৫ জন (২দিন)	জন	৬০০	৭৫	১	৪৫০০০	১০০%	৪৫০০০
	:	ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ১০০ জন (১দিন)	জন	৩৫০	১০০	১	৩৫০০০		৩৫০০০
		উপমোট					১২৫০০০		১২৫০০০
খ) উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম	:	যুব ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি দ্বি-মাসিক ৯টি	সংখ্যা	৫০০	৯	৬	২৭০০০		২৭০০০
	:	যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ২টি	সংখ্যা	২৫০০	১	২	৫০০০		৫০০০
	:	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি	থোক	৪০০০০	১	১	৪০০০০		৪০০০০
	:	দিবস উৎযাপন	থোক	১০০০০	১	১	১০০০০		১০০০০
		উপমোট					৮২০০০		৮২০০০
গ) মানব মর্যাদা উন্নয়ন কার্যক্রম	:	ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: ইউনিয়প্রতি দ্বি-মাসিক ৯টি	সংখ্যা	৫০০	৯	৬	২৭০০০		২৭০০০
	:	ইউনিয়ন সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ২টি	সংখ্যা	২৫০০	১	২	৫০০০	১০০%	৫০০০
		উপমোট					৩২০০০		৩২০০০
		উপমোট: অন্যান্য কার্যক্রম (ক+খ+গ)					২৩৯০০০		২৩৯০০০
		সর্বমোট: (১+২+৩+৪)					৩৪০৯৯৯০		২৮৯১৫৩২

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

খাতওয়ারি বাজেট (অর্থবছরের ২০১৯-২০২০)-একটি ইউনিয়নের বাজেট

ক্র. নং	খরচের খাতসমূহ	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০(একক ভিত্তিক)				
		একক প্রতি খরচ	সংখ্যা	একক	মোট (টাকা)	পিকেএসএফ-এর অংশ ৫০%
	(ক) প্রশাসনিক ব্যয়ঃ	১	২	৩	৪	৫
১	প্রোগ্রাম অফিসারের বেতন (১ জন)	২৩০০০	১	১২	২৭৬০০০	১৩৮০০০
২	প্রোগ্রাম অফিসারের (যাতায়াত ও মোবাইল) (১২০০+৫০০)	১৭০০	১	১২	২০৪০০	১০২০০
৩	প্রোগ্রাম অফিসারের উৎসব বোনাস (মাসিক মোট বেতনের ৫০% হারে বছরে ২ টি)	১১৫০০	১	২	২৩০০০	১১৫০০
৪	বৈশাখী ভাতা ১টি (মাসিক মোট বেতনের ১০%)	২৩০০	১	১	২৩০০	১১৫০
৫	অন্যান্য (ছাপা ও মনোহারিসহ)	৭৫০	১	১২	৯০০০	৪৫০০
	উপমোট-ক				৩৩০৭০০	১৬৫৩৫০
(খ) পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়						
৬	গ্রাম ও ওয়ার্ড প্রবীণ মিটিং (জনপ্রতি ৩০/- হারে প্রতি মিটিং-এ সর্বোচ্চ ২১ জন)	৬৩০	৯	১২	৬৮০৪০	৩৪০২০
৭	ইউনিয়ন প্রবীণ মিটিং (জনপ্রতি ৫০/- ধরে প্রতি মিটিং-এ সর্বোচ্চ ১১ জন)	৫৫০	১	১২	৬৬০০	৩৩০০
৮	শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা মেডেল ও সার্টিফিকেট (জন প্রতি, সর্বোচ্চ ৩ জন)- এককালীন	২৫০০	৩	১	৭৫০০	৩৭৫০
৯	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা (জন প্রতি, সর্বোচ্চ ৩ জন)- এককালীন	১৫০০	৩	১	৪৫০০	২২৫০
১০	পরিপোষক-ভাতা (জন প্রতি ৫০০ টাকা, সর্বোচ্চ ১০০ জন)	৫০০	১০০	১২	৬০০০০০	৩০০০০০
১১	মৃতের সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান(মাসে গড়ে ৫ জন ধরে)	২০০০	৫	১২	১২০০০০	৬০০০০
১২	**স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় -(ডাক্তার-এর যাতায়াত ভাতা ২৫০০/- +আপ্যায়ন ও অন্যান্য ৮০০/-=৩৩০০/-)	৩৩০০	১	১২	৩৯৬০০	১৯৮০০
১৩	শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদেও বিশেষ সহায়তা (৮০টি কম্বল* ৫০০/-), (৩০টি ফোল্ডিং ওয়াকিং স্টিক* ৫৫০/-) (২টি হুইল চেয়ার*৬০০০)	৬৮৫০০	১	১	৬৮৫০০	৩৪২৫০
১৪	বিশেষ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন(প্রবীণ দিবস উদযাপন)	১০০০০	১	১	১০০০০	৫০০০
১৫	সামাজিক কেন্দ্রের পরিচালন ব্যয় ** (১টি দৈনিক পত্রিকা, বিদ্যুৎ বিল, ডিস বিল, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য খরচ)	১৫০০	১	১২	১৮০০০	৯০০০
	উপমোট				৯৪২৭৪০	৪৭১৩৭০
	মোট বাজেট = (প্রশাসনিক ব্যয় + পরিচালন ব্যয়)				১২৭৩৪৪০	৬৩৬৭২০

বাজেটের কপি: ২০১৮-১৯

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
www.pksf-bd.org
সমৃদ্ধি কর্মসূচির ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট

সংস্থার নাম:		পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	ইউনিয়নের নাম:	খাদেরগাঁও					১৫০
খরচের খাত		বিবরণ	প্রাক্কলিত মোট বাজেট					শতকরা হার	পিকেএসএফ-এর অংশ (টাকা)
			ইউনিট	ইউনিট খরচ	সংখ্যা/ পরিমাণ	মাস/ বার	টাকার পরিমাণ		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭=(৪*৫*৬)		৯=(৭*%)
০১. বেতন-ভাতা ও পরিচালনা ব্যয়:									
ক) কর্মকর্তা/কর্মীদের বেতন	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	৩২৫০০	১	১৩.১	৪২৫৭৫০	৮০%	৩৪০৬০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	১৮০০০	১	১৩.১	২৩৫৮০০		১৮৮৬৪০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১৬০০০	১	১৩.১	২০৯৬০০		১৬৭৬৮০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১৬০০০	১	১৩.১	২০৯৬০০		১৬৭৬৮০
	:	এমআইএস কর্মকর্তা	জন	১৬০০০	১	১৩.১	২০৯৬০০		১৬৭৬৮০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	১২০০০	১	১৩.১	১৫৭২০০		১২৫৭৬০
					উপমোট: বেতন (ক)		১৪৪৭৫৫০		১১৫৮০৪০
খ) জ্বালানী ও যাতায়াত	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	১২০০	১	১২	১৪৪০০	৮০%	১১৫২০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	৭০০	১	১২	৮৪০০		৬৭২০
				উপমোট: জ্বালানী ও যাতায়াত ভাতা (খ)			৫৮৮০০		৪৭০৪০
গ) মোবাইল বিল	:	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	জন	৫০০	১	১২	৬০০০	৮০%	৪৮০০
	:	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
	:	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
	:	সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
	:	এমআইএস কর্মকর্তা	জন	৪০০	১	১২	৪৮০০		৩৮৪০
	:	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	জন	৩০০	১	১২	৩৬০০		২৮৮০
					উপমোট: মোবাইল ভাতা (গ)		২৮৮০০		২৩০৪০
ঘ) পরিচালনা ব্যয়	:	শাখা অফিসের ভাড়া	শাখা/ইউনিট	৪০০০	১	১২	৪৮০০০	৮০%	৩৮৪০০
	:	ছাপা ও মনিহারি*	শাখা/ইউনিট	২৪০০০	১	১	২৪০০০		১৯২০০
	:	বিদ্যুৎ বিল	শাখা/ইউনিট	১০০০	১	১২	১২০০০		৯৬০০
		উপমোট: পরিচালন ব্যয় (ক+খ+গ)					৮৪০০০		৬৭২০০
					মোট (বেতন ও পরিচালন)		১৬১৯১৫০		১২৯৫৩২০
২.০ শিক্ষা কার্যক্রম:									
ক) বেতন	:	শিক্ষকদের মাসিক বেতন	জন	১৮০০	৩০	১৩.১	৭০৭৪০০	৯৫%	৬৭২০৩০
খ) মাসিক নিয়মিত খরচ	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	জন	১০০	৩০	১২	৩৬০০০		৩৪২০০
	:	মাসিক সভা খরচ	জন	৫০	৩০	১২	১৮০০০		১৭১০০
	:	শিক্ষাকেন্দ্রের চক খরচ	কেন্দ্র	২০	৩০	১২	৭২০০		৬৮৪০
	:	কেন্দ্র ঘর ভাড়া	কেন্দ্র	৩০০	০	১২	০		০
				মোট: নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম			৭৬৮৬০০		৭৩০১৭০
৩.০ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম:									
ক) বেতন	:	স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক বেতন	জন	৩৬০০	৯	১৩.১	৪২৪৪৪০	৮০%	৩৩৯৫৫২
খ) মাসিক নিয়মিত খরচ	:	মাসিক যাতায়াত ভাতা	জন	১০০	৯	১২	১০৮০০		৮৬৪০
	:	মাসিক সভা খরচ	জন	৫০	৯	১২	৫৪০০		৪৩২০
	:	স্ট্যাটিক ক্লিনিক খরচ	সংখ্যা	৫০০	১	১২	৬০০০		৪৮০০
	:	স্যাটেলাইট ক্লিনিক খরচ	সংখ্যা	৩৩০০	১	৪৮	১৫৮৪০০		১২৬৭২০
	:	প্রিন্টিং ও মনিটরিং খরচ (স্বাস্থ্য পরিদর্শকভিত্তিক)	জন	১০০০	৯	১	৯০০০		৭২০০
গ) স্বাস্থ্য ক্যাম্প	:	ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৪টি ক্যাম্প	সংখ্যা	২০০০০	১	৪	৮০০০০		৬৪০০০
ঘ) বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প	:	চোখের ছানি অপারেশন (১টি ক্যাম্প)	সংখ্যা	৫০০০০	১	১	৫০০০০		৪০০০০
ঙ) এ্যাপ্রোন ক্রয়	:	স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (জন প্রতি ২টি)	জন	১০০০	১০	১	১০০০০		৮০০০
				মোট: স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম		-	৭৫৪০৪০		৬০৩২৩২
৪. অন্যান্য কার্যক্রম									
ক) ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও দিবস উদযাপন	:	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম	থোক	৪০০০০	১	১	৪০০০০	১০০%	৪০০০০
	:	দিবস উদযাপন	থোক	১০০০০	১	১	১০০০০		১০০০০
						উপমোট	৫০০০০		৫০০০০
খ) সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন	:	আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (তিন দিনব্যাপী)	ব্যাচ	২১৫০০	২	১	৪৩০০০	১০০%	৪৩০০০
	:	আয়বৃদ্ধিমূলক ওরিয়েন্টেশন (দুই দিনব্যাপী)	ব্যাচ	১৪০০০	৩	১	৪২০০০		৪২০০০
	:	আয়বৃদ্ধিমূলক ওরিয়েন্টেশন (এক দিনব্যাপী)	ব্যাচ	৮০০০	৫	১	৪০০০০		৪০০০০
						উপমোট	১২৫০০০		১২৫০০০
গ) মানব মর্যাদা উন্নয়ন কার্যক্রম	:	ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: ইউনিয়প্রতি দ্বি-মাসিক ৯টি	সংখ্যা	৫০০	৯	৬	২৭০০০	১০০%	২৭০০০
	:	ওয়ার্ড যুব সমন্বয় সভা: ইউনিয়প্রতি দ্বি-মাসিক ৯টি	সংখ্যা	৫০০	৯	৬	২৭০০০		২৭০০০
	:	ইউনিয়ন/যুব সমন্বয় সভা: ইউনিয়নপ্রতি বার্ষিক ৪টি	সংখ্যা (২+২)	২৫০০	২	২	১০০০০		১০০০০
						উপমোট	৬৪০০০		৬৪০০০
ঘ) সবজি বীজ বিতরণ ও সমৃদ্ধ বাড়ি উন্নয়ন	:	সবজি বীজ, গাছের চারা ও সমৃদ্ধ বাড়ি	থোক	৫০০০	১	৫০	২৫০০০০	১০০%	২৫০০০০
	:	ভর্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন	থোক	১০০০	১	৫০	৫০০০০		৫০০০০
		উপমোট					৩০০০০০		৩০০০০০
		অন্যান্য কার্যক্রমের উপমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)					৫৩৯০০০		৫৩৯০০০
		সর্বমোট: সমৃদ্ধির বাজেট ২০১৮-১৯ (১+২+৩+৪)					৩৬৮০৭৯০		৩১৬৭৭২২

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী

খাতওয়ারী বাজেট (অর্থবছর ২০১৮-২০১৯)

ক্রম. নং	খরচের খাত সমূহ	জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ (একক ভিত্তিক)				
		একক প্রতি খরচ	সংখ্যা	একক	মোট (টাকা)	পিকেএসএফ এর অংশ ৫০%
	(ক) প্রশাসনিক ব্যয় :	১	২	৩	৪	৫
১	প্রোগ্রাম অফিসার এর বেতন (১ জন)	২৩০০০	১	১২	২৭৬০০০	১৩৮০০০
২	প্রোগ্রাম অফিসার এর (যাতায়াত ও মোবাইল) (১৫০০+৫০০)	২০০০	১	১২	২৪০০০	১২০০০
৩	প্রোগ্রাম অফিসার এর বোনাস (বছরে ২ টি) বৈশাখী ভাতা ১টি ২০% =(১১৫০০+৪৬০০)	১৬১০০	১	২[illegible]	৩৫৪২০	১৭৭১০
৪	ফোকাল পারসনের ভাতা (যাতায়াত ও মোবাইল) (২৫০০+৫০০)	৩০০০	১	১২	৩৬০০০	১৮০০০
৫	অন্যান্য (ছাপা-মনিহারিসহ)	৫০০	১	১২	৬০০০	৩০০০
	উপমোট				**৩৭৭৪২০**	**১৮৮৭১০**
	(খ) পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয় :					
১	জরিপ (এক কালীন)	১৫০০০	১	১	১৫০০০	৭৫০০
২	প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন ব্যাচ প্রতি (১ ব্যাচ = ৩ ওয়ার্ড, প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন করে মোট ৩*৯ =২৭ জন) (প্রতিটি ২দিনের প্রশিক্ষণ, ৩ টি ব্যাচ)	১৪০০০	৩	১	৪২০০০	২১০০০
৩	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের স্টাফদের প্রবীণ কর্মসূচী সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন	৩০০০	১	১	৩০০০	১৫০০
৪	গ্রাম প্রবীণ মিটিং (জনপ্রতি ৩০/- টাকা ধরে প্রতি মিটিং-এ সর্বোচ্চ ১১ জনের জন্য)	৩৩০	১৮	১০	৫৯৪০০	২৯৭০০
৫	ওয়ার্ড প্রবীণ মিটিং (জনপ্রতি ৪০/- টাকা ধরে প্রতি মিটিং-এ সর্বোচ্চ ১১ জনের জন্য)	৪৪০	৯	১০	৩৯৬০০	১৯৮০০
৬	ইউনিয়ন প্রবীণ মিটিং (জনপ্রতি ৫০/- টাকা ধরে প্রতি মিটিং-এ সর্বোচ্চ ১১ জনের জন্য)	৫৫০	১	১০	৫৫০০	২৭৫০
৭	বয়স্ক ভাতা (জন প্রতি ৬০০ টাকা, সর্বোচ্চ ৭৫ জন)	৬০০	৭৫	৯	৪০৫০০০	২০২৫০০
৮	প্রবীণ সম্মাননা মেডেল ও সার্টিফিকেট (জন প্রতি, ৫ জন + ১ জন সবচেয়ে বয়স্ক)-(এককালীন)	৬০০	৬	১	৩৬০০	১৮০০
৯	প্রবীণ সম্মাননা এককালীন আর্থিক সুবিধা (জন প্রতি,সর্বোচ্চ ৬জন)-(এককালীন)	২৫০০	৬	১	১৫০০০	৭৫০০
১০	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা মেডেল ও সার্টিফিকেট (জন প্রতি, সর্বোচ্চ ৩ জন)-(এককালীন)	৬০০	৩	১	১৮০০	৯০০
১১	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা (জন প্রতি,সর্বোচ্চ ৩ জন)-(এককালীন)	১৫০০	৩	১	৪৫০০	২২৫০
১২	প্রবীণদের ঋণ প্রশিক্ষণ (ব্যাচ প্রতি,সর্বোচ্চ ২০ জন করে ৩ টি ব্যাচ)	৪৫০০	৩	১	১৩৫০০	৬৭৫০
১৩	প্যারা ফিজিওথেরাপিস্ট প্রশিক্ষণ (২ জন)-(এককালীন)	০	০	০	০	০
১৪	মৃতের সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান (মাসে গড়ে ৫ জন ধরে)	২০০০	৫	১০	১০০০০০	৫০০০০
১৫	স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় -(ডাক্তার-এর যাতায়াত ভাতা ২৫০০ টাকা+আপ্যায়ন ও অন্যান্য ৮০০=৩৩০০)	৩৩০০	১	১০	৩৩০০০	১৬৫০০
১৬	শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদের বিশেষ সহায়তা (২০ টি ছাতা* ৩৩০ ট) (৫০ টি কম্বল* ৪৫০ট), (৫০ টি চাদর* ৪৫০ ট), (২০ টি কমোড*৭০০ টা , ২০টি ওয়াকিং স্টিক* ৩৫০ টা, ২টি হুইল চেয়ার* ৫০০০টা)	৮২৬০০	১	১	৮২৬০০	৪১৩০০
১৭	অসচ্ছল প্রবীণদেও ভরণ-পোষণ ও আবাসন	৪০০০	১	৬	৪৮০০০	২৪০০০
১৮	বিশেষ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন (বিভিন্ন অনুষ্ঠান, দিবস, সমাবেশ ও র‍্যালিসহ)	২০০০০	১	১	২০০০০	১০০০০
১৯	সামাজিক কেন্দ্রের পরিচালন ব্যয় (মাসিক ২টি পত্রিকা, বিদ্যুৎ বিল, ডিস বিল, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য খরচ)	৩০০০	১	৬	১৮০০০	৯০০০
২০	প্রবীণ সামাজক কেন্দ্র উদ্বোধণী ও অন্যান্য	১৫০০০	১	১	১৫০০০	৭৫০০
২১	বিবিধ	৫০০০	১	১	৫০০০	২৫০০
উপমোট					৯২৯৫০০	৪৬৪৭৫০
	মোট (প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয়)				১৩০৬৯২০	৬৫৩৪৬০
	(গ) প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ ও উপকরণ ব্যয় (পিকেএসএফ এর অংশ ৮০%)					
১	প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ ব্যয়	১	১	১	২৯২২০০	২৩৩৭৬০
২	প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উপকরণ ব্যয়	১	১	১	৫৮০০০	৪৬৪০০
	উপমোট				৩৫০২০০	২৮০১৬০
	সংস্থা পর্যায়ে মোট (প্রশাসনিক, পরিচালন ব্যয় ও প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ব্যয়সহ)				**১৬৫৭১২০**	**৯৩৩৬২০**

আর্থিক প্রতিবেদন (সমন্বিত)

প্রাপ্তি			প্রদান		
বিবরণ	জানুয়ারি-ডিসেম্বের/ ২০২০	এ পর্যন্ত	বিবরণ	জানুয়ারি-ডিসেম্বের/ ২০২০	এ পর্যন্ত
পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্তি (অনুদান)ঃ	৪৮৭৮৬৮৪	১৮২৩৯৪২৯	ঋণ বিতরণ (সকল খাত)	৪৩৩৬৬০০০	১৫০২৩৭০০০
স্বাস্থ্য কার্যক্রম তহবিল					
ঔষধি গাছ চাষ			সঞ্চয় ফেরত (সকল সাধারণ সঞ্চয়)	৭৭৮০১৪৯	১৩৭৯৭৬৫২
বন্ধুচুলা			পিকেএসএফ-কে ফেরত প্রদান (ঋণ আসল)	৯৩২৫০০০	২৬১০০০০৪
সোলার লন্ঠন ও হোম-সিস্টেম			পিকেএসএফ-কে ফেরত প্রদান (সার্ভিস চার্জ)	২৭৬৯৫৬৭	১৪৮৪১৯৮৯
সবজি চাষ বাবদ					
পিকেএসএফ থেকে সরকারি অনুদান	০	৬০০০০০	বেতন/বোনাস/ ভাতা (সমৃদ্ধি)	২৮৩৭৯২০	১৪৫১৫৬৪১
প্রশিণ/সভা/সেমিনার			বেতন/বোনাস/ ভাতা (অন্যান্য)		
পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্তি (অগ্রীম)ঃ			অফিস ভাড়া	৪৭৫২০	২৮৭৬৪০
সাধারণ অগ্রীম তহবিল			অফিস পরিচালনা ব্যয় (সমৃদ্ধি)	১৫৯২৪	১৪৪৬৫৬
			অফিস পরিচালনা ব্যয় (অন্যান্য)		
পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্তি ঋণ (সকল খাত)	১২৫০০০০০	৬০৩০০০০০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪৭১৭	৭১০৪৮৯
			সভা/সেমিনার/কর্মশালা	৩৮০০	১২২৩৬৭
			বিবিধ	২০০০	১২১৪৭৫
ঋণ আদায় আসল (সকল খাত)	৩৬৫২৫৪৯৩	১১৬০১৫১৬৪	স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ব্যয়	১০৯৫৭৪	১৭৯১৬৫৯
সার্ভিস চার্জ আদায় (সকল খাত)	৫১৬৮৬৫৫	১২২৪৩৭০২	ঔষধি গাছের চাষ বাবদ ব্যয়		
সঞ্চয় আদায় (সকল সাধারণ সঞ্চয়)	৪৯৬৫৫৬৯	১৯৭৭৪০০৭	বন্ধুচুলা বাবদ ব্যয়		
সদস্যের বীমা তহবীল			সোলার লন্ঠন ও হোম-সিস্টেম ব্যয়		
			সবজি চাষ বাবদ ব্যয়		

প্রাপ্তি			প্রদান		
বিবরণ	জানুয়ারি-ডিসেম্বের/ ২০২০	এ পর্যন্ত	বিবরণ	জানুয়ারি-ডিসেম্বের/ ২০২০	এ পর্যন্ত
			সমৃদ্ধ বাড়ি		২৪২৫৫১
			প্রবীণ কর্মসূচির ব্যয়	৬২০৮০৩	১৭৬৮১১৩
বিবিধ আয়ঃ					
স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম	১৯৩০১০	১১১৫১১৮	বিবিধ ব্যয়ঃ		
বন্ধুচুলা			শিক্ষা কার্যক্রম ব্যয়	৭৪৩১৮	৬৬৪৭৭৩
সোলার কার্যক্রম			ওয়ার্ড সমন্বয় সভা	৮৪৭২	১৪৬৪৩৪
প্রশিক্ষণ থেকে আয়			দিবস উদ্‌যাপন	৩৫২৫	২৩০৫৬
শিক্ষা কার্যক্রম থেকে আয়		৬০০০	যুব ওয়ার্ড সমন্বয় সভা	৪৩২৯	৪২১২৮
			ইউনিয়ন সমন্বয় সভা	২৪৬২	১৭১৯৫
			ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা	২৬৪০	৭৫৯৩
			আইজিএ প্রশিক্ষণ	২৯৮৭৬	২৯৬৪৯৪
			ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক	৩০৮৭১	১১০১৮৬
			বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম	৫৭৮২৫	১৭৫৪৬৭
প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্য (কন্ট্রিবিউশন)					
প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্তি			প্রধান কার্যালয়ে প্রদান		
অগ্রিম হিসাব প্রোগ্রাম			পরিবারভিত্তিক স্যানিটেশন কার্যক্রম	০	৯০৮০০০
			কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম		৫৬৮৯৫৬
			ভিক্ষুক পুনর্বাসন		৬০০০০০
			সমৃদ্ধি কেন্দ্র		১০০১৬৭২

প্রাপ্তি			প্রদান		
বিবরণ	জানুয়ারি-ডিসেম্বের/ ২০২০	এ পর্যন্ত	বিবরণ	জানুয়ারি-ডিসেম্বের/ ২০২০	এ পর্যন্ত
ধার গ্রহণ(সমৃদ্ধি)	৩২১৯৬৪২	২২৩০১৭৫৯	ধার পরিশোধ(সমৃদ্ধি)	৫০২৩৮১৮	১৯৭৩২৭১৭
অন্যান্য আদায়ঃ (পাশবই বিক্রয়, ফরমেট বিক্রি, ব্যাংক সুদ প্রভৃতি)			অন্যান্যঃ (পাশবই ক্রয়, আপ্যায়ন প্রভৃতি)		১২৬৪৪০
			মুলধনী খরচঃ		
প্রারম্ভিক জেরঃ			সমাপনী জেরঃ		
নগদ			নগদ		
শাখা পর্যায়ে ব্যাংকস্থিতি	৩১৬২৮৮৯		শাখা পর্যায়ে ব্যাংকস্থিতি	১৪৯২৮৩২	১৪৯২৮৩২
প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে সমৃদ্ধির ব্যাংকস্থিতি	৩০০০০০০		প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে সমৃদ্ধির ব্যাংকস্থিতি		
মোট	৭৩৬১৩৯৪২	২৫০৫৯৫১৭৯	মোট	৭৩৬১৩৯৪২	২৫০৫৯৫১৭৯

স্টাফ পরিচিতি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	মোহাম্মদ আহসানুল হক	সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী	০৮.০৩০২০১৫	এমএসসি(প্রাণিবিদ্যা)
২	মোঃ মবিনুল ইসলাম	শাখা ব্যবস্থাপক	০১.১১.২০০৭	বিএসএস
৩	মোঃ জাহিদ হোসেন	প্রবীণ কর্মসূচি প্রোগ্রাম অফিসার	০১.০৯.২০১৮	এমএসএস(অর্থনীতি)
৪	দিনেস চন্দ্র দাস	এএসি	১৯.০৭.২০০৬	এইচএসসি
৫	রত্না রানী দাস	সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	২১.১০.২০১৭	ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট
৬	শাফিয়াল মুজনাবিন	উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা	২১.১০.২০১৭	কৃষি ডিপ্লোমা
৭	মোঃ আবু সুফিয়ান মিয়া	সমাজ উন্নয়ন সংগঠক	০৮.০৫.২০১৬	কামিল(ফিকাহ)
৮	নাহিদ সুলতানা	এমআইএস কর্মকর্তা	১৬.০৪.২০১৬	এমএসএস(সমাজকর্ম)
৯	আকলিমা আক্তার	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	০১.০৬.২০১৬	বিএসএস
১০	দিলারা বেগম	মাঠ সংগঠক	২২.৪.২০০৮	এইচএসসি
১১	মোঃ শাহনুর আলম শাহিন	মাঠ সংগঠক	১০.০৩.২০১২	এইচএসসি
১২	মোঃ রুহুল আমিন	মাঠ সংগঠক	১৫.৪.২০১৮	এইচএসসি
১৩	মোঃ ছফিউল্লাহ	মাঠ সংগঠক	০৮.১২.২০১৩	এইচএসসি
১৪	মোঃ আল-আমীন	মাঠ সংগঠক	১৭.০৮.২০১৯	এইচএসসি
১৫	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মাঠ সংগঠক	৫.১০.২০১৯	এইচএসসি
১৬	মোঃ মাহফুজুর রহমান	মাঠ সংগঠক	২৭.০৮.২০২০	এইচএসসি

ক্রমিক	শিক্ষকের নাম	যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	আছিয়া আক্তার	০১.০৮.২০১৯ ইং	এস এস সি
২	বিউটি দেবনাথ	০১.০৯.২০১৯ ইং	বিএস এস
৩	সিমা আক্তার	০১.০১.২০১৬ ইং	এস এস সি
৪	পারুল রানী	০১.১০.২০১৪ ইং	এস এস সি
৫	তৃষা রানী সরকার	০১.০৩.২০২০ ইং	বিএস এস
৬	আছমা আক্তার	০১.১০.২০১৫ ইং	এস এস সি
৭	শাহনাজা	০১.১০.২০১৬ ইং	ফাজিল
৮	ফাতেমা আক্তার	০১.০৬.২০১৯ ইং	এস এস সি
৯	ফাহিমা আক্তার	০১.০১.২০২০ ইং	এস এস সি
১০	পূর্ণিমা রানী	০১.০৯.২০১৮ ইং	এইচ এস সি
১১	পিংকি রানী	০১.০১.২০১৫ইং	এইচ এস সি
১২	সুমী আক্তার	০১.০২.২০১৮ ইং	এস এস সি
১৩	জান্নাত আক্তার	০১.০৫.২০১৯	এইচ এস সি
১৪	নাছরিন সুলতানা	০১.০৮.২০১৬ ইং	এইচ এস সি
১৫	সীমা রানী	০১.১১.২০১৪ ইং	এস এস সি
১৬	রাবেয়া আক্তার	০১.০৯.২০১৮ ইং	এস এস সি
১৭	প্রজাপতি	০১.১০.২০১৪ ইং	এইচ এস সি
১৮	মারিয়া সুলতানা	০১.০৪.২০১৮ ইং	এস এস সি
১৯	মরিয়ম আক্তার	০১.০১.২০২০ ইং	এস এস সি
২০	তানজিনা আক্তার	০১.০১.২০২০ ইং	এইচ এস সি
২১	তানিয়া আকাতার	০১.০৮.২০১৭ ইং	এইচ এস সি
২২	নাছরিন আক্তার	০১.০২.২০১৮ ইং	এইচ এস সি
২৩	শাহজাদী	০১.০১.২০১৫ইং	এস এস সি
২৪	মাহমুদা আক্তার	০১.০৮.২০১৫ ইং	এস এস সি
২৫	ইসরাত জাহান	০১.০১.২০২০ ইং	এস এস সি
২৬	লিপি আক্তার	০১.০২.২০১৫ ইং	এস এস সি
২৭	শিল্পী আক্তার	০১.০৫.২০১৯ ইং	এইচ এস সি
২৮	আমেনা আক্তার	০১.০১.২০১৬ ইং	এইচ এস সি
২৯	জোসনা আক্তার	০১.০১.২০১৬ ইং	দশম
৩০	ফেরদৌসী	০১.০২.২০১৭ ইং	এইচ এস সি

ক্রমিক	স্বাস্থ্য পরিদর্শকের নাম	যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	তানজিনা	০১.১১.২০১৭	এসএসসি
২	রচনা মল্লিক	২০.০৯.২০১৪	বিএ
৩	কানিজ নাজমা	০১.০৫.২০১৬	এসএসসি
৪	রুজিনা আক্তার	০১.০৬.২০১৬	এইচএসসি
৫	রাসিদা আক্তার	০১.১১.২০১৬	এইচএসসি
৬	শিরিনা বেগম	০১.০৫.২০১৫	দশম
৭	মুক্তা আক্তার	০১.০৩.২০২০	এসএসসি
৮	মনিরা সুলতানা	২০.০৯.২০১৪	এইচএসসি
৯	আছমা বেগম	০১.১১.২০২০	এসএসসি

ক্রমিক	ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের নাম	পদবী	ওয়ার্ড	মোবাইল নাম্বার
১	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	চেয়ারম্যান	-	০১৭১৮০০৭১৮৮
২	জহুরা বেগম	ইউপি সদস্য	১,২,৩	০১৮২০৯১৬৬৬৫
৩	রানু বেগম	"	৪,৫,৬	০১৮৪০৩৬৯২৭৫
৪	শিরিনা আক্তার	"	৭,৮,৯	০১৮১৪৮৩৭১৩৩
৫	মোঃ মোজাম্মেল হক	"	১	০১৮১৯৯৪৮৪৪৩
৬	অঞ্জন কুমার সরকার	"	২	০১৮৫৩৪২৮১০৭
৭	মোঃ জসিম	"	৩	০১৮৬৫৩৩৫৪৪৬
৮	মোঃ মহসিন প্রধান	"	৪	০১৮১৭৫৬২৯৬৪
৯	আঃ রাজ্জাক	"	৫	০১৮১৫৬৯০৪৬৪
১০	মোঃ সুরুজামাল মিজি	"	৬	০১৮১১৯০৬৪২৫
১১	মোঃ ইকবাল হোসেন	"	৭	০১৮১২৬২২১২৮
১২	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	"	৮	০১৮১৩৯০৮৯৩৫
১৩	মোঃ হাবীব উল্লাহ	"	৯	০১৮১৫৫৭৭৬২৩

ছবি গ্যালারি

শিশু মেলা-২০১৮ উপলক্ষ্যে

স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প
বাস্তবায়নেঃ পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
সহযোগিতায়ঃ পিকেএসএফ

ক্যাম্প

ছবি গ্যালারি

কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায়
কান-গলা ও অর্থোপেডিক্স রোগ বিষয়ক
স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প
তারিখঃ ১২.১২.২০১৯
পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

ছবি গ্যালারি

ছবি গ্যালারি

ছবি গ্যালারি

ছবি গ্যালারি

প্রবীনদের ঋণ প্রশিক্ষণ

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
প্রবীনদের বিশেষ সহায়তা

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
বিশ্ব প্রবীন দিবস উপলক্ষ্যে
আলোচনা সভা ও র‍্যালী